পিএইচ. ডি. ডিগ্রি উপাধি লাভের জন্য গবেষণা অভিসন্দর্ভের

সংক্ষিপ্তসার

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে সাঁওতাল জীবন

তত্ত্বাবধায়ক

ড. অনন্যা বড়ুয়া

গবেষক

সাহেব হেমব্রম

নিবন্ধভুক্তি সংখ্যা: A00BE1300815

বর্ষ: ২০১৫

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

২০২২

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরের আঘাত ঘনীভূত হয় বাংলার মাটিতে। বিশেষ করে মন্বন্তরের প্রভাবে বহু মানুষের বাসস্থান হারিয়ে যায়। শুধু দুর্ভিক্ষ নয়, হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভাগীদার হয়েছিল গ্রামবাংলার মানুষ। দাঙ্গায় বহু কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষের প্রাণ হারিয়ে যায়। দাঙ্গায় গ্রাম, মফঃস্বল, শহর থেকে অসংখ্য মানুষ এক দেশ থেকে অন্যদেশে পাড়ি দেয়। দেশভাগের সময় মানুষ ছন্নছাড়া হয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তান, পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দারা আত্মীয় স্বজনের জন্য আশঙ্কা ও উদ্বেগে দিন পার করেছিল। এরই মধ্যে ১৯৪৭ সালে ভারতে নতুন রাষ্ট্র গঠিত হয়। আইনকানুন, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতির মতো বহু মূল্যবান নীতিগুলির প্রতি নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিয়েই পথচলা শুরু হয় ভারতের। বস্তুত দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের প্রতি ত্যাগ, দায়িত্ব, আদর্শ ও সচেতনতার ভাবনা কতখানি বাস্তবায়িত হয়েছে তা ভাববার বিষয়। কারণ যাঁরা বহু অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করে দেশের জন্য স্বেচ্ছায় প্রাণ দিয়েছিলেন। তাঁদের আশা আকাঙ্ক্ষা কতখানি পূরণ হয়েছে? বিশেষ করে সমাজ, সংস্কৃতি, শিল্প, কৃষি, শিক্ষানীতি ও অর্থনৈতিক দিক থেকে। স্বাধীন দেশে বাস্তব জীবনচর্যায় বাসস্থানের সংকট, দাঙ্গা, বেকার সমস্যা, হিংসা, বিদ্বেষ, অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও চিকিৎসার মতো বহু সমস্যায় ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষের সততা, আদর্শ ও মর্যাদাবোধ ভেঙ্গে যায়। নিরক্ষর মানুষের উপরে দুর্নীতির দোষ চাপিয়ে ক্ষমতাশীল মানুষের শাসনব্যবস্থা খুব জরুরী হয়েছিল। ফলত, যারা গ্রামাঞ্চলের আদিবাসী মানুষ, তাদের জীবনধারা বিশেষভাবে উন্নতি হয়নি স্বাধীনতা উত্তরকালেও।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিচার করলেই সাঁওতাল জীবনের গতিপ্রকৃতি বোঝা সম্ভব। ১৯৪৭ সালে দেশভাগ ও দাঙ্গার কারণে বাংলার ভূমিতে ছন্নছাড়া সমাজজীবন তৈরি হয়। ছন্নছাড়া মানুষ উদ্বাস্তু সমস্যায় জর্জরিত হয় এবং ১৯৪৭ সালের পরই উদ্বাস্তু সমস্যা বাড়তে থাকে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বেকার সমস্যাও

বাড়তে থাকে। বেকার সমস্যা থেকে শিক্ষার সমস্যাও জটিলরূপ ধারণ করে। এর প্রভাব আদিবাসী অঞ্চলগুলিতেও আছড়ে পড়ে। এর ফলে শিক্ষা ও জমি সমস্যার কারণে ভারত সরকার একের পর এক আইন পাশ করতে থাকে। ১৯৫০ সালে ভূমিসংস্কার আইন ও বর্গাদার আইন পাশ হয়। ১৯৫২ সালে জমিদার প্রথা উচ্ছেদ আইন পাশ হয়। ১৯৬৪ সাল থেকে লাগাতার অর্থনৈতিক মন্দাভাব চলতে থাকে, ফলে খাদ্য আন্দোলন (১৯৬৬) জোরালো হতে থাকে। ১৯৬৭ সালে নকশালবাড়ি আন্দোলন শুরু হয়। সেই সময় ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির(এম.এল) পথ চলাও শুরু হয়। কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক উত্থান-পত্তনের সময়ে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রাম ভয়াবহ আকার ধারণ করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বহু আদিবাসী স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করে। আর অন্যদিকে ১৯৭১ সালে নকশাল আন্দোলনের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে বঙ্গভূমিতে।[১] নকশাল আন্দোলন শেষ না হতেই শুরু হয় ভারতের কালো রাজনীতির যুগ। ১৯৭৫ সালে দেশে জরুরি অবস্থা জারি হয়।[২] সেই সঙ্গে ‘গরিবি হঠাও’, ‘সবুজ বিপ্লব’, ‘সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রা’, ‘কায়েমি স্বার্থের বাধা’ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।[৩] ভারত জুড়ে যখন এরকম কর্মকাণ্ড চলে তখন বাংলার মাটিতে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার বিপুল ভোটে জয়ী হয়।[৪] বামফ্রন্ট সরকার গ্রামবাংলার পতিত জমিগুলি ভূমিহীন কৃষকদের হাতে বন্টন করেছিল, তাতেই সরকারের পঞ্চায়েত ভোট ব্যাঙ্ক তৈরি হয়েছিল। ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে আদিবাসী মানুষের সংখ্যাও কম ছিল না। বামফ্রন্ট সরকারের দৌলতে বহু আদিবাসী পতিত জমির মালিকানা পায়। এতে আদিবাসীরা কিছুটা হলেও স্বস্তিতে থাকে। এরই মধ্যে ভারত সরকার আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য নানা রকম আইনকানুন ও প্রকল্প চালু করেছিল। ১৮৭০ সালে আদিবাসীদের উন্নতির জন্য ‘Government of India’ ‘উপজাতি স্বতন্ত্রকরণ আইন’ পাশ করে। তা ‘land Tranfer Act’ নামে ১৯৭১ সালে কার্যকর হয়। আদিবাসীদের জমি আদিবাসীদেরই থাকবে। অন্য কোনো জাতি কিনতে পারবে না। যা স্বাধীনতার পরে

আদিবাসীদের রক্ষা করার জন্য ভূমিসংস্কার আইন, অপারেশন বর্গাদার আইন, সংরক্ষণ আইন পাশ করা হয়। শিক্ষার আইন, অরণ্য সংরক্ষণের আইন, কৃষি আইন এবং আদিবাসী শিল্প ও যাতায়াত ব্যবস্থার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে একাধিক পরিকল্পনা করা হয়। যেখানে আদিবাসীরা সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ও শিক্ষানীতি থেকে অনেক পিছিয়ে, সেখানে সরকারের পক্ষ থেকে তাদেরকে জীবনের মূলস্রোতে নিয়ে আসার চেষ্টা করা হয়। যার সূত্রপাত শুরু হয়েছিল-

আদিবাসী উন্নয়ন কিভাবে হওয়া উচিত? 'ন্যাশনাল পার্ক' নীতি বা 'যাদুঘর নিদর্শন' (Museum specimen) হিসাবে আদিবাসীদের না রেখে তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য নানারকম চিন্তাভাবনা করা হয়। এ সম্পর্কে ভারতের প্রধান প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত জওহরলাল নেহেরু ১৯৫৮ সালে পাঁচটি মূলনীতির কথা বলেন। এগুলো আদিবাসী পঞ্চশীল নামে পরিচিতি।[৫]

আদিবাসীদের সভ্য সমাজে ফিরিয়ে আনার প্রয়াস শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রীর এমন প্রচেষ্টার প্রভাব সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী লেখকরা রীতিমতো প্রভাবিত হন। যার ফলস্বরূপ আদিবাসী চর্চা অনেক বেশি বিস্তার লাভ করে। আদিবাসীদের জীবন ও জগৎ সম্পর্কে নতুন তথ্য আমরা পেতে থাকি। গবেষণা ও ক্ষেত্রসমীক্ষা করে বাঙালিরা আদিবাসীদের নিয়ে নানা লেখালেখি করতে থাকেন। সেই সঙ্গে আদিবাসী সাঁওতাল জনজাতির সমাজ ও ইতিহাস নিয়েও ব্যাপক আলোচনা পাওয়া যায়।

ফলত সাঁওতাল জনজাতি সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন গল্প-উপন্যাস, কাব্য-কবিতা, নাটক, পত্র-পত্রিকা, সমীক্ষা ও প্রবন্ধ পাওয়া যায়। তবে বাংলা গল্প-উপন্যাসে সাঁওতাল জীবনের চিত্র বিশালাকারে পরিব্যক্ত হয়েছে। বাংলা কথাসাহিত্যে উঠে আসা সাঁওতাল সমাজ ও জীবন নিয়ে গবেষকরা অত্যন্ত মেধার সঙ্গে গবেষণা করেছেন। যা এই অভিসন্দর্ভে গবেষণার

পূর্বসমীক্ষা হিসাবে আলোচনা করা হয়েছে। সাঁওতাল জাতি নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা পাওয়া গেলেও বাংলা কথাসাহিত্যে সাঁওতাল জনজাতির উপর খুব বেশি গবেষণা পাওয়া যায় না। যেগুলি পাওয়া যায়, তার মধ্যে অন্যতম হলো রণজিৎকুমার সমাদ্দারের 'সাঁওতাল গণযুদ্ধ সমকালীন সমাজ ও সাহিত্য'(২০১২) গ্রন্থ 'প্রতিভাস' প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে বাংলা কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও নাটকে উঠে আসা সাঁওতাল গণযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া দেখানো হয়েছে। ২০১০ সালে 'পুস্তক বিপণি' থেকে সুবোধ দেবসেনের 'বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে বাংলা উপন্যাসে সাঁওতাল জীবনের উল্লেখও পাওয়া যায়। ২০১২ সালে 'পুস্তক বিপণি' থেকে ঋষিপ্রতিম ঘোষের 'তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়- এর কথাসাহিত্যে সাঁওতাল জনজাতির জীবনচিত্র মূল্যায়ন করা হয়েছে। ২০১৭ সালে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে পিএইচ.ডি. গবেষণা করেছেন ড. রমেশ সরেন। তাঁর গবেষণার শিরোনাম 'বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যে সাঁওতালি সমাজ ও সংস্কৃতি'। উক্ত শিরোনামে তিনি যে ভাবে অধ্যায় বিভাজন করেছেন, তা এরকম- প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ- সাঁওতালি সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ- ভারতীয় সমাজ সভ্যতায় সাঁওতাল শ্রেণির অবস্থান। দ্বিতীয় অধ্যায়- ভারতীয় সাহিত্যে সাঁওতালদের সমাজ ও সংস্কৃতি। তৃতীয় অধ্যায়- বাংলা উপন্যাসের প্রেক্ষিতে সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয়। চতুর্থ অধ্যায়- বাংলা গল্পের প্রেক্ষিতে সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয়। ২০১৮ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে পিএইচ.ডি. গবেষণা করেছেন অধ্যাপিকা ড. শান্তি সরেন। তাঁর গবেষণার শিরোনাম 'বাংলা কথাসাহিত্যে সাঁওতাল জীবন ও চরিত্র'(১৯২২-১৯৮২)। উক্ত শিরোনামে তিনি যে ভাবে অধ্যায় বিভাজন করেছেন, তা এরকম- প্রথম অধ্যায়- সাঁওতাল সমাজ পরিচিতি,

দ্বিতীয় অধ্যায়- শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়-এর গল্পে সাঁওতাল জীবন ও চরিত্র, তৃতীয় অধ্যায়- তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়- এর কথাসাহিত্যে সাঁওতাল জীবন ও চরিত্র, চতুর্থ অধ্যায়- স্বাধীনতা উত্তরকালের নির্বাচিত কথাসাহিত্যে সাঁওতাল জীবন ও চরিত্র, পঞ্চম অধ্যায়- মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে সাঁওতাল জীবন ও চরিত্র। উপরিউক্ত অভিসন্দর্ভ ও গবেষণামূলক গ্রন্থগুলিতে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী প্রকাশিত গল্প-উপন্যাসের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তবে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে রচিত গল্প-উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ দিকও উঠে এসেছে। তবুও স্বাধীনতা পরবর্তীকালের বাংলা গল্প-উপন্যাসে সাঁওতাল জীবন নিয়ে ভারসাম্যযুক্ত ও পূর্ণাঙ্গ গবেষণা অনুপস্থিত। যা এই গবেষণার মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

স্বাধীনতা উত্তরকালে সাঁওতাল জীবনকেন্দ্রিক বাংলা গল্প-উপন্যাসের উপাদান, বিষয়বস্তু, রচনাশৈলীর ঐতিহ্য ও সৃষ্টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, কারণ স্বাধীনতা পরবর্তীতে যে ইতিহাস ও বাস্তব পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তারই বাস্তবচিত্র যখন গল্প-উপন্যাসে উঠে এসেছে, তখন লেখকদের প্রকাশভঙ্গি ও আখ্যানের কাঠামো বিশেষ মর্যাদা লাভ করে। তাই এই গবেষণার শিরোনাম- 'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে সাঁওতাল জীবন।' এই শিরোনামেই উল্লেখিত সময়কাল, অর্থাৎ স্বাধীনতা পরবর্তীকালে যে সমস্ত গল্প-উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে, সেই সমস্ত গল্প-উপন্যাসগুলিই আলোচ্য গবেষণায় আকরগ্রন্থ হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। তবে প্রকাশকালের সীমাবদ্ধতা থাকলেও গল্প-উপন্যাসের অভ্যন্তরীণ সময়কাল ও ঘটনাকালের সীমাবদ্ধতা ধরা হয়নি। বিষয় হিসাবে বিশেষ জনজাতিকে নির্বাচন করা হয়েছে। ফলত এই গবেষণায় সাঁওতাল জীবনকে অনুসন্ধান করাই মূল উদ্দেশ্য। সাঁওতাল জীবনকে অন্বেষণ করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য আদিবাসী মানুষের জীবনচিত্রও উঠে এসেছে এই অভিসন্দর্ভে। এবং আদিবাসীদের সঙ্গে দিকুদের আন্তঃসম্পর্ক কীভাবে গড়ে উঠেছে সেইগুলিও আমাদের আলোচ্য বিষয়। গল্প-উপন্যাসে সাঁওতাল জীবনকে লেখকরা কোন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে উপস্থাপন করেছেন? তা

যুক্তিসহকারে দেখানোই এই গবেষণার অভিপ্রায়। লেখকদের লেখনীতে সময়ের সঙ্গে আখ্যানের বিবর্তন কতখানি ফুটে উঠেছে- তা বিশ্লেষণ করাও এই গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য। শুধু তাই নয়, স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বাংলা কথাসাহিত্যে উঠে আসা সাঁওতাল জীবনের সঙ্গে স্বাধীনতা-উত্তর সাঁওতাল জীবনের স্বরূপ, বিশেষত্ব, বৈশিষ্ট্য ও তুলনামূলক আলোচনা যেমন থাকবে, তেমনি গল্প-উপন্যাসের বিষয়, কাহিনি, চরিত্র, উপস্থাপনভঙ্গি ও গঠনগত কাঠামোও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে আলোকপাত করা হয়েছে।

'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে সাঁওতাল জীবন' শিরোনামে গবেষণার পরিচ্ছেদ ভাবনা ও অধ্যায়গুলি এভাবে সাজানো হয়েছে–

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়: **সাঁওতাল জনজাতির পরিচয় ও সংস্কৃতি**

দ্বিতীয় অধ্যায়: **সাঁওতাল জনজাতির দেশান্তর যাত্রা**

তৃতীয় অধ্যায়: **বাংলা উপন্যাসে সাঁওতাল জীবন(১৯৪৭-২০১৫)**

চতুর্থ অধ্যায়: **বাংলা ছোটগল্পে সাঁওতাল জীবন(১৯৪৭-২০১৫)**

উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি

আমাদের এই গবেষণায় উপরিউক্ত অধ্যায়গুলি বা পরিচ্ছেদ পরিকল্পনা ক্রমান্বয়ে ও সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়: সাঁওতাল জনজাতির পরিচয় ও সংস্কৃতি

আলোচ্য গবেষণার প্রথম অধ্যায় 'সাঁওতাল জনজাতির পরিচয় ও সংস্কৃতি', এই পরিচ্ছেদে সাঁওতাল জাতির জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে জানা যায় ভারতের মাটিতে প্রথম প্রবেশ করেছিল আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন। সাহিত্যিক, নৃতত্ত্ববিদ্, গবেষক, ভাষাবিদ, ইতিহাসবিদ, শিক্ষাবিদ প্রভৃতি পণ্ডিত ব্যক্তি বিভিন্নভাবে আদিবাসীদের ভাগ করেছেন। ভারতে বহু আদিবাসীর বসবাস, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সাঁওতাল জনজাতি। বর্তমানে সাঁওতাল জাতি মূলত বসবাস করে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা, আসাম, নেপাল ও বাংলাদেশে। বিভিন্ন প্রান্তের সাঁওতালদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান কম-বেশি সমান। সাঁওতালদের রীতিনীতি, বিশ্বাস, সংস্কার ও সংস্কৃতি এবং নিত্যদিনের জীবনযাপনের ধরন প্রায় একই। শুধুমাত্র স্থান-কাল ভিন্ন ভিন্ন। এই স্থান-কালের নিয়মেই সাঁওতাল জনজাতির সমাজ ও সংস্কৃতির নানা তারতম্য দেখা যায়। সেই সঙ্গে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিকগুলিও বিশেষভাবে পরিবর্তনীয়। যেমন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলিতে অবস্থিত সাঁওতালদের ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক কাঠামো ও সাংস্কৃতিক নিয়মকানুনও লক্ষ করা যায়। তেমনি পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, বিহার, উড়িষ্যা, আসামসহ বিভিন্ন রাজ্যে অবস্থিত সাঁওতাল সমাজের প্রভেদও লক্ষ করা যায়।

মূলত সাঁওতালদের বাসস্থান বনে-জঙ্গলে। বন-জঙ্গল ছাড়াও এদের বসবাস শহর থেকে বহুদূরের প্রান্ত এলাকায়। সাধারণত সাঁওতালদের জীবন হচ্ছে কৃষি নির্ভর। তাদের প্রধান কাজ হলো কৃষি। কৃষিভিত্তিক সমাজে সৃষ্টিতত্ত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। সৃষ্টিতত্ত্বের ঐতিহ্য অনুসারে 'খেরওয়াড়' বা 'খেরওয়াল' বংশ থেকে তাদের উদ্ভব। সাঁওতালদের প্রথম মানব-

মানবী পিলচু বুড়া ও পিলচু বুড়ি হিহিড়ি-পিপিড়িতে জন্মগ্রহণ করেছিল। সেখান থেকে তারা চলে যায় খজকামনে। সাঁওতালদের চারিত্রিক দোষের কারণে খজকামনে সাতদিন ধরে আগুন বৃষ্টি হয়। সেখান থেকে এক স্বামী ও স্ত্রী বেঁচে যায়, তারা 'হারাতা' নামক নির্জন গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে। এখানে স্বামী-স্ত্রী বলতে পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়িকে বোঝানো হয়েছে। তারা 'হারাতা' স্থান ত্যাগ করে ভূখণ্ড-সাসাংবেড়া অঞ্চলে চলে যায়। এখানেই 'খেরওয়াল' বংশের পরিচিতি বাড়তে থাকে এবং সাঁওতালদের সাতটি পদবী সৃষ্টি হয়। 'সাসাংবেড়া' অঞ্চলে তারা বেশিদিন থাকতে না পেরে 'জারপি দিশম' হয়ে 'সিঞদুয়ার' বা সিঞদরজা' পার হয়ে 'আইরে দিশম' বা আইরে দেশে বসবাস শুরু করে। তারপর তারা 'আইরে দিশম' থেকে 'কায়েণ্ডা দিশমে' যায়। 'কায়েণ্ডা দিশম্' থেকে 'দায়দিশমে', সেখান থেকে তারা 'চাম্পা' দিশমে যায়। 'চাম্পা'তেই সাঁওতালদের শান্তিপূর্ণ জীবন অতিবাহিত হয়। আর এই 'চাম্পা' দেশেই সাঁওতালদের বারোটি পদবী যুক্ত হয়। এখানেই সাঁওতালরা প্রায় দু'শো বছর বসবাস করে, তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং সভ্যতা গড়ে তোলে। এই 'চাম্পা গাড়' বা সিন্ধুনদের অববাহিকা অঞ্চলই সাঁওতালদের আদিস্থান। 'গান্ধার' বা 'কান্দাহার'- এই নামটি ছিল প্রাচীন আফ্‌গানিস্থানের এবং 'চায়-চাম্পা' নাম ছিল সিন্ধু উপত্যকার। 'চায়-চাম্পা' গাড়ে 'খেরওয়াল' বংশের বিকাশ ঘটে। চাম্পা দেশের সময়কালকে খেরওয়ালদের স্বর্ণযুগ বলা হয়। এই দেশে বহিরাগতদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য সাঁওতালরা পালিয়ে যায়। পালানোর সময় পুরুষ ও নারীরা আলাদা আলাদা স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। অর্থাৎ পুরুষরা 'হিচাঃবুটা' আর নারীরা 'মাতকমবুটা' স্থানে চলে যায়। এরপর সেখান থেকে স্থান পরিবর্তন করে তারা 'জনা জস্‌পুর' নামক স্থানে বসতি স্থাপন করে। পরবর্তী সময়ে আবার 'জনা জস্‌পুর' থেকে সাঁওতালরা 'ঘাসপাল বেলাওংজা' জায়গায় চলে যায়। আর এভাবেই তারা মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং একটি দল 'শির দিশম' আর অন্য দল 'শিকার দিশমে' চলে যায়। যে বনে তারা বসবাস

করতে শুরু করে, সেই বন দুটির নাম হলো ‘সিংবীর’ ও ‘মানবীর’। যথাক্রমে এই ‘সিংবীর’ এর নাম হলো ‘সিংভূম’, আর ‘মানবীর’ এর নাম হলো ‘মানভূম’। সাধারণত ‘সিংভূম’ ও ‘মানভূম’ অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমা বিরাট ছিল। পরবর্তী কালে বিশাল এই ভৌগোলিক ভূখণ্ডই ‘দামিনী-ই-কো’ নামে পরিচিতি লাভ করে।

সাঁওতালদের মোট বারোটি গোত্র হয়। যথা- হাঁসদা, কিস্কু, হেমব্রম, টুডু, মার্ডি, মুর্মু, চঁড়ে, সরেন, বাস্কে, বেদেয়া, পাঁউরিয়া ও বেসরা। আদিমকাল থেকেই সাঁওতালরা গোত্র সম্পর্কে খুবই রক্ষণশীল। গোত্র বিভাজনের মতোই শক্তিশালী এদের সামাজিক সংগঠন। সাঁওতাল সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব থাকে নাইয়কে, পারানিক, মাঝি ও দিশম মাঝির হাতে। মাঝি বাবার হাতেই গ্রামের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব থাকে। আর নাইকে বাবার হাত দিয়ে দেব-দেবীদের পূজা করা হয়। পিলচু হাড়াম, পিলচু বুড়ি, সিঞ চান্দো, নিন্দা চান্দো, মারাং বুরু, জম সিম, জাহের থান, গোসাই এরা– প্রভৃতি দেব-দেবী গ্রামের মানুষ খুব যত্ন সহকারে সেবা করে। বস্তুত তাদের মূল বিশ্বাস বোঙ্গাদের উপর। বোঙ্গাদের পূজা করেই গ্রামের পাঁচজন মিলে আয়োজন করে সমাজের বিবাহ অনুষ্ঠান। আনুষ্ঠানিক বিবাহ, টুঙকি দিপিল বাপলা, অর আদের বাপলা, ঞির বল বাপলা, ইতুৎ সিন্দুর বাপলা, সাঙ্গা বাপলা, কিরিঞ জাঁওয়ায় বাপলা প্রভৃতি বিবাহ সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত। গ্রামে মোড়লের নির্দেশে সাঁওতালদের উৎসব-অনুষ্ঠান পালিত হয় বছরব্যাপী। যেমন ‘এরক সিম বোঙ্গা’, ‘হারিয়াড় সিম বোঙ্গা’, ‘জান্থাড়’, ‘সহরায়’, ‘বাহা’, ‘নাওয়াই’, দাঁসায়’, ‘কারাম’, ‘মাঃ মড়ে,’ ‘শিকার পরব’- বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠান তাদের সমাজে হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: সাঁওতাল জনজাতির দেশান্তর যাত্রা

এই গবেষণার দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'সাঁওতাল জনজাতির দেশান্তর যাত্রা' আলোচনা করা হয়েছে। বাস্তবের পটভূমি ও প্রেক্ষাপট যখন গল্প-উপন্যাসে স্থান পায়, তখন সেই গল্প-উপন্যাসকে বিচার ও বিশ্লেষণের জন্য ইতিহাস কিংবা বাস্তবের প্রেক্ষাপট অনুধাবন করা আবশ্যিক। ইতিহাস থেকে জানা যায় প্রাক-আধুনিক যুগ থেকেই সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ 'দামিনী-কো' অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। পরবর্তীতে সেখান থেকে তারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে নানা কারণে। তৎকালীন ইংরেজ সরকার 'দামিনি-কো' ও 'সাওরিয়া' পাহাড় অঞ্চলে 'অরণ্য আইন'(১৮৬৪), 'সরকারী জঙ্গলের সীমা নির্ধারণ'(১৮৭১), 'সংরক্ষিত অঞ্চল'(১৮৯৮), 'ডেপুটি কমিশনার জঙ্গল'(১৯০৬), 'সরকারী জঙ্গলে সীমা বৃদ্ধি'(১৯১০)- ইত্যাদি আইন প্রয়োগ করে, তার ফলে আদিবাসী সাঁওতাল জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে এবং তারা সামাজিক ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে তারা বেঁচে থাকার তাগিদে নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, 'বাবা তিলকা মাঝির লড়াই'(১৭৮৩-৮৪), 'ভূমিজ বিদ্রোহ'(১৭৯৮), 'চুয়ার বিদ্রোহ'(১৭৯৯), 'ভুকান সিং-এর বিদ্রোহ'(১৮১০), 'মুণ্ডা বিদ্রোহ'(১৮১৯-২০), 'কোল বিদ্রোহ'(১৮৩৩), 'ভূমিজ বিদ্রোহ'(১৮৩৪), 'সাঁওতাল বিদ্রোহ'(১৮৫৫), 'সরদার আন্দোলন'(১৮৫৭-৯৫), 'খেরোয়াড় আন্দোলন'(১৮৭৪-৭৫), বীরসা মুণ্ডার 'উলগুলান'(১৮৯৯-১৯০০) এর মতো লড়াই, সংগ্রাম, আন্দোলন, দাঙ্গা ও যুদ্ধ হয়েছে ক্রমাগত, যার ফলে মানুষ ছন্নছাড়া হয়ে সুন্দরবন, উত্তরবঙ্গ, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি স্থানে স্থানান্তরিত হয়।

গল্প-উপন্যাস রচনার অন্যতম প্রধান দিক হলো প্রেক্ষাপট অর্থাৎ একজন লেখক, কথক, গল্পকার, ঔপন্যাসিক নির্দিষ্ট স্থানকে তুলে ধরে থাকেন। সেই ভৌগোলিক পরিবেশে অবস্থিত নানা ঘটনা লেখক গ্রহণ ও বর্জন করে গল্প-উপন্যাসের কাহিনি ও চরিত্র নির্মাণ করে থাকেন। এই ক্ষেত্রে সাঁওতালদের ভৌগোলিক পরিসীমা একই স্থানে সীমাবদ্ধ নয়, যার কারণে

গল্প-উপন্যাসের স্থানকালও পরিবর্তনীয়। অর্থাৎ সাঁওতাল জনজাতির দেশান্তর যাত্রার চিত্র সময় ও কালের নিয়মে পরিবর্তন হয়েছে। এধারার লেখক হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়(১৮৯৪-১৯৫০), তাঁর 'কালচিতি'(১৯৪৮) ও 'শিকারী'(১৯৪৯) গল্পদ্বয় জামশেদপুর এলাকার পাহাড়ি অঞ্চলে অবস্থিত হো, মুণ্ডা, বীরহোড় ও সাঁওতাল জাতিকে নিয়ে রচিত হয়েছে। 'কালচিতি' গল্পে উল্লেখিত গ্রামের নাম কালচিতি। সারোয়া পাহাড় পেরিয়ে কালচিতি গ্রাম পাওয়া যায়। সারোয়া পাহাড় থেকে টাটানগর ডালমা পাহাড় দেখা যায়। জামশেদপুর থেকে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত টাটানগর পাহাড়। গল্পকথক জানিয়েছেন, তিনি যে স্থানে আছেন তার থেকে দশ মাইল দূরে কালচিতি গ্রাম। এই গ্রামকেই কেন্দ্র করে গল্পের বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে। আর শঙ্খনদী, মহানদী এবং শৈলমালা, মহাডাল, কাটচুরি, নানকাঁসবাহাল, সয়চুরি ও চুকুরদি পাহাড়ের মাঝখানে অবস্থিত ঝাঁপড়িশোল গ্রাম, এই গ্রামের পটভূমিতেই রচিত 'শিকারী' গল্প।

চাকরি করার সূত্রে সুবোধ ঘোষ(১৯০৯-১৯৮০) হাজারিবাগ, পালামৌ, রাঁচি, রাজগীর, মধুপুর প্রভৃতি স্থানের সাধারণ মানুষের জীবনযাপন লক্ষ করেছেন এবং তাদের জীবনের কথা তাঁর গল্প-উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন। হাজারিবাগের পটভূমিকায় ও আদিবাসী সমাজের সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রচিত তাঁর 'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ' গল্প। যদিও সাঁওতাল জীবন নিয়ে তাঁর আখ্যানে খুব বেশি আলোচনা পাওয়া যায় না। আসলে তাঁর রচনার কেন্দ্রবিন্দু সামগ্রিক আদিবাসী সমাজ। হাজারিবাগ অধ্যুষিত অঞ্চলের আদিবাসী জীবনের প্রতিক্রিয়া নিয়ে তাঁর 'শতকিয়া'(১৯৫৮) উপন্যাস নির্মিত।

শ্রী কালীপদ ঘটকের 'অরণ্য-কুহেলী'(১৯৪৯) উপন্যাস সাঁওতাল জীবনকেন্দ্রিক আখ্যান। এই উপন্যাসে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের 'কুলাডাঙ্গার' হাট, রামপুর মৌজা, ঘুসরুকাটা গ্রাম, হলদিগড় গ্রাম, হলদিগড় পাহাড়, তরুণী পাহাড়, কলিয়ারির খাদান, কাজোড়ার কয়লা কুঠি, চরণপুরের

খাদান, পাথরডির খাদান প্রভৃতি প্রান্তিক অঞ্চলে অবস্থিত সাঁওতাল নর-নারীর প্রেমপর্ব ও প্রেম পরিণতির দিক আলোচিত হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর চার দশকের কথাসাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীর (১৯২২-২০১৮) গল্প জগৎ নির্মিত হয়েছে সমকালীন বাস্তব ঘটনার নির্মম সত্যে। তাঁর প্রথম দিকের গল্পগুলিতে আদিবাসী সাঁওতাল সমাজের বৈচিত্র্যময় দিকগুলি উন্মোচিত হয়েছে। তাঁর ‘লাটুয়া ওঝার কাহিনী’(১৯৫২) গল্পে দেখা যায়, একসময় জঙ্গলের মধ্যে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার উপযুক্ত পরিকাঠামো ছিল না। ফলত মানুষের ভরসা ছিল আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায়। সেই প্রাচীন বিশ্বাস ও জঙ্গলজীবন নিয়েই এই গল্পের বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে। রমাপদ চৌধুরীর ‘রেবেকা সোরেনের কবর’(১৯৫৩) গল্প কারানপুরা গ্রামের পটভূমিকায় রচিত, যার আদিনাম হলো কর্ণপুর। কারানপুরা কোলিয়ারি অঞ্চলের খাদান, এই অঞ্চলের বীরহড়, হো, ভুমিজ, খাড়িয়া ও সাঁওতাল জাতির জীবনই গল্পের পটভূমি। লেখকের ‘ঝুমরা বিবির মেলা’ গল্প কোলিয়ারি অঞ্চলের একরামপুর থানা, ময়নাগড়, বরকাডিহি, সোনাডি ও সোনাতুলসীর মতো গ্রামের পটভূমিকায় রচিত। সাঁওতাল জাতির প্রাচীন সংস্কার, বিশ্বাস, পুরাণ ও ইতিহাসের মিশ্রণে গল্পের সারবস্তু বিকশিত হয়েছে। রমাপদ চৌধুরীর ‘নারীরত্ন’(১৯৫৫) গল্পের ভিত্তিভূমি সোনাডি-বরহাডিহি ও সোনাতুলসী অঞ্চল। লেখক গল্প শুনেছেন একরামপুর জঙ্গলের থানা-হাকিম সুধীরবাবুর কাছে। এই গল্পের অন্তিমে নারী চরিত্রের প্রেম প্রবৃত্তির জটিলরূপ কেন্দ্রভূত হয়ে উঠেছে।

সাহিত্যিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়(১৯২০-১৯৮৯) তাঁর ‘পঞ্চতপা’ (১৯৫৮) উপন্যাসের প্রেক্ষাপট ও পটভূমি শহরকেন্দ্রিক নয়, একবারে প্রান্তিক অঞ্চল। যেখানে পাঠক নতুন করে উপন্যাসের স্বাদ অনুভব করে। তিনি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ঘটনা, শহরকেন্দ্রিক ও নাগরিক জীবনের ঘটনাকে এড়িয়ে পাহাড়ের কিনারায় অবস্থিত পাথর, নদী ও ড্যামের

জীবনকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। একদিকে প্রাচীন সভ্যতার অবসানের যন্ত্রণা অন্যদিকে আধুনিক বিজ্ঞান ও যন্ত্রের অগ্রগতি।

এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সাঁওতাল জাতির শান্তসরল মনোভাব ও স্বভাব যেমন দেখিয়েছেন তেমনি তাদের প্রতিবাদ, লড়াকু মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। লেখক উপলব্ধি করেছেন যে পাহাড়ে অবস্থিত সাঁওতালের সঙ্গে বাঙালি ঘেঁষা সাঁওতালদের ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। বাঙালি জাতির সংস্পর্শে সাঁওতাল জাতির একতার ভাঙন চিত্র ফুটে উঠেছে 'মরা মড়াই' নদীকে কেন্দ্র করে। এই নদীতে ড্যাম তৈরির জন্য সাঁওতালদের নোটিশ দেওয়া হয় সরকার থেকে। তাতে সাঁওতালদের অন্য জায়গায় যেতে বলা হয়। বিনিময়ে সরকার থেকে ঘর বাড়ি তৈরি করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। তবুও নদীকেন্দ্রিক সাঁওতালরা তাদের ভিটে-মাটি থেকে সরে যেতে অনাগ্রহী। কারণ যুগ-যুগান্তর থেকে সাঁওতাল জনজাতিকে সভ্য মানুষরা অবহেলার চোখে দেখেছে, সেই জন্যই সভ্য সমাজ থেকে তারা বরাবর বঞ্চিত হয়েছে। সাঁওতালরা এই স্বাভাবিক সত্যকথা মেনে নিতে পারে না। কারণ জমিদারের কাছে তারা ক্রীতদাসের মতো খেটে মরে। ফলে মহাজনের কাছ থেকে বিনিময় প্রথার জন্য বেঁকে বসে। বিনিময় প্রথার একটা দিক ছিল মাতৃভূমি ত্যাগ করা। যেখানে তারা অস্তিত্ব সংকটে ভুগেছে, অর্থাৎ তাদের 'মারাং বুরু'-এর পূজা কোথায় হবে? তাই তারা অন্য স্থানে যেতে চায় না। অথচ সরকারের নোটিশে বাধ্য হয়ে তারা অন্য স্থানে বসতি স্থাপন করে। আর সাময়িকভাবে তারা সিধু-কানুর মতো গর্জে উঠে। তাতেও দেখা যায় তাদের একতার অভাব, লড়াই করার মানসিকতার পরিবর্তে আত্মসমর্পণ করার প্রবণতা। এই আত্মসমর্পণ মানসিকতার মধ্যেও আধুনিক মন-মেজাজের প্রভাব পড়েছিল পাগল সর্দারের। পাগল সর্দারকে দেখেই সাঁওতাল সমাজ পুরাতন বসতিকে ছিন্ন করে নতুন সমাজ ও বসতি স্থাপন করে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের(১৮৯৮-১৯৭১) ‘কমল মাঝির গল্প’(১৯৫৬) ‘জয়যাত্রা’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গল্পের ঘটনাকাল ১৯৩১ সাল। আর গল্পের পটভূমি শান্তিনিকেতনের আশেপাশের লালমাটির গ্রাম কালকেপুর ডাঙ্গা। এই গ্রামে অবস্থিত সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতির চলমান চিত্র গল্পে উন্মোচিত হয়েছে। তাঁর ‘একটি প্রেমের গল্প’ পূজা সংখ্যার ‘অমৃত’ পত্রিকায় ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয়। বীরভূমের পটভূমিতে গল্পের সময়কাল ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাড়ির আশেপাশে অবস্থিত সাঁওতাল গ্রামের জীবনযাত্রা ও তাদের গৃহসংসারের ক্ষতবিক্ষত বিবরণ গল্পে উল্লেখিত।

ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সপ্তপদী’(১৯৫৮) উপন্যাসের আভ্যন্তরীণ ঘটনাকাল ১৯৩৬ সাল থেকে দুর্ভিক্ষ মহামারী, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্থান-পত্তনের সময় পেরিয়ে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের কোল ঘেঁষে মেদিনীপুরের রাস্তা, যেখান থেকে পুরী যাওয়ার হাইরোড পাওয়া যায়, শালজঙ্গলের মাঝখানে গেরুয়া মাটির দেশে বীরাবতী-শিলাবতী-দ্বারকেশ্বর, বীরাই-শিলাই দ্বারকা মতো পাহাড়ি নদী অবস্থিত, উত্তর ও মধ্যভারতের পার্বত্য ও অরণ্য ভূমির প্রান্তভাগে বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলমহলের পাথুরে কাঁকুরে অঞ্চলের গোষ্ঠী মানুষের জীবন নিয়েই এই উপন্যাসে কিছু ঘটনা বিন্যস্ত। তাঁর ‘অরণ্য-বহ্নি’(১৯৬৬) উপন্যাসের ঘটনাকাল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলের ১৮৫৪-৫৫ সাল। উপন্যাসের পটভূমিকায় অবস্থিত উত্তরে ভাগলপুর থেকে গঙ্গার পশ্চিমে তিনপাহাড়, রাজমহল থেকে দক্ষিণে, বীরভূম জেলার ময়ূরাক্ষীর উত্তর ও গোটা সাঁওতাল পারগণা ও দেওঘর নিয়ে একটি বিস্তীর্ণ এলাকা। এই উপন্যাস ‘সাঁওতাল বিদ্রোহে’র প্রেক্ষাপটে রচিত।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়(১৯৩৪-২০১২) তাঁর বিখ্যাত ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’ (১৯৬৮) উপন্যাস রচনা করেছেন কলকাতা শহরের চারজন যুবকের বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরিখে। উপন্যাসের পটভূমি নির্মিত হয়েছে ছোটনাগপুরের ‘পালামৌ’ অঞ্চলের ধলভূমগড় স্টেশন ও তার পার্শ্ববর্তী

অঞ্চলকে কেন্দ্র করে। ধলভূমগড় অঞ্চলে অধিকাংশ স্থানীয় লোক আদিবাসী সাঁওতাল ও ওঁরাও। এছাড়া আধা-বিহারী, আধা-বাঙালি ও পাইকারিও রয়েছে। ধলভূমগড়ের পরিবেশ ও সাঁওতাল জীবন নিয়েই উপন্যাসের কাহিনি গঠিত হয়েছে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের(১৯৩০-২০১২) নিজস্ব জন্মভিটের পাশে অবস্থিত ছোট দ্বারকা নদীর জলাভূমি ও জঙ্গল। তাঁর 'তৃণভূমি' (১৯৭০) উপন্যাসের পটভূমি উর্বর মাটির পাশে অবস্থিত সেই নদীর আববাহিকা অঞ্চল। এই নদীর উৎপত্তিস্থল বিহারের ছোটোনাগপুর অঞ্চল থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে দ্বারকেশ্বর নদীর উপকূল জঙ্গলে উড়ো জাহাজের ঘাঁটি বানানো হয়েছিল। কিন্তু উড়ো জাহাজ আসার আগেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। তখন জঙ্গলের মধ্যে বাস্তুহারা আদিবাসী মানুষ এসেছিল খাদ্যের সন্ধানে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বন-জঙ্গলের সহজ সরলতাকে সাঁওতাল জাতির মধ্যে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেছেন। তারই বহিঃপ্রকাশ 'তৃণভূমি' উপন্যাস।

আব্দুল জব্বারের(১৯৩৪-২০০৯) 'মাতালের হাট' উপন্যাস ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের পটভূমিকায় অবস্থিত সুবর্ণরেখা, কাঁসাই, ডুলং, তারাফেনী, শঙ্খ, কোয়েল, দামোদর, জহরশর্ণা প্রভৃতি নদনদীর উপকূল অঞ্চলের শাল, মহুল, কেঁদ, আটাড়, পড়াশি প্রভৃতি জঙ্গলঝোপ-ঘেরা অঞ্চল। তারই মাঝে গুরুমহিষানি, কিরিবুরু, টেবো, পাওলা-দলমা, ঘাটশিলা, আটাকেশী ও বাদাম পাহাড়ের সমতল অঞ্চলে আদিবাসীদের বাসস্থান। এই অঞ্চলের আদিবাসী সাঁওতালরা জীবিকার আশায় শহরে, নগরে, পথে, ক্ষেত-খামারে ও খনিতে কাজ করতে যায়।[৬] এদের জীবনে ঘাত-প্রতিঘাত ও রাজনীতির নির্মম ছবি এই উপন্যাসে উপস্থিত।

নকশালবাড়ি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মহাশ্বেতা দেবী(১৯২৬-২০১৬)-এর বহু গল্প-উপন্যাস রচিত হয়েছে। বাঁকুড়া জেলার শ্রমিক, দিন মজুরি মানুষের প্রেক্ষাপটে গল্প-উপন্যাসের পটভূমি গড়ে উঠেছে। লেখিকার 'অপারেশন? বসাই টুডু' (১৯৭৭), 'দ্রৌপদী' (১৯৭৭) ও

‘অক্লান্ত কৌরব’ (১৯৮০) ইত্যাদি গল্প-উপন্যাসের কেন্দ্রভূমি জাগুলা, বাকুলি, চরসা জঙ্গল, পলতাকুড়ি, কদমখুঞা, পিয়াসোল- প্রভৃতি গ্রাম। ‘অপারেশন? বসাই টুডু’ গল্প সম্পর্কে সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী জানিয়েছেন- “অগ্নিগর্ভ’ বইয়ের ‘অপারেশন? বসাই টুডু’ (প্রথম কাহিনীটি) একটি প্রতীক বার বার এসেছে। উত্তেজনা বা প্রবল ক্রোধে বসাই টুডু বাতাসের গলা মোচড়াচ্ছে, এমন ভঙ্গিতে হাত দুটি ঘোরায়। সমগ্র কাহিনিটির সূত্র ও ভিত্তিভূমি মৈত্রেয় ঘটকের প্রবন্ধ ‘এগ্রিকালচারাল মিনিমাম ওয়েজ্ ইন্ ওয়েস্ট বেঙ্গল।’[৭] তাঁর ‘অক্লান্ত কৌরব’ উপন্যাসও ‘অগ্নিগর্ভে’ সংকলিত, ১৯৮০ সালে শারদীয়া ‘পরিবর্তন’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে রাজনীতির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ যেমন রয়েছে, তেমনি সমকালীন রাজনৈতিক উত্তেজনাও উপস্থিত।

ছোটোনাগপুর মালভূমি অঞ্চল ছেড়ে দক্ষিণবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, আসাম, সুন্দরবন সহ বিভিন্ন স্থানে সাঁওতালরা ছড়িয়ে পড়ে। সেই বৃত্তান্ত অভিজিৎ সেন তাঁর ‘রহু চণ্ডালের হাড়’ (১৯৮৫) উপন্যাসে অল্প-বিস্তর আলোকপাত করেছেন। এই উপন্যাসে দেখা যায় সাঁওতাল পরগণার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সাঁওতালরা জীবিকার সন্ধানে উত্তরবঙ্গের মালদা ও দুই দিনাজপুরে বসতি স্থাপন করে। এই আখ্যানে বাজিকরের জীবনচর্চার পাশাপাশি সাঁওতাল জীবনের খণ্ডিত ঘটনাগুলিও প্রাসঙ্গিকরূপে অভিব্যক্ত হয়েছে।

সাহিত্যিক মানব চক্রবর্তী তাঁর ‘ঝাড়খণ্ড ও তুতুরির স্বপ্ন’ (১৯৯৪) উপন্যাসে দেখা যায় বিহার রাজ্যের রাঁচি-ভাগলপুর অঞ্চলের মিহিজাম স্টেশনের আশেপাশের স্থান জামতাড়া, মধুপুর, ক্যাওটাজালি গ্রামে সাঁওতাল ও পাহাড়িয়াদের বসবাস। যেখানে জল নেই, বিদ্যুৎ নেই, নেই কোনো শিক্ষা অঙ্গন।[৮] পাহাড়ি এলাকায় চাষযোগ্য জমি কম থাকায় আর্থিকভাবে খুবই দুর্বল সাঁওতাল ও পাহাড়িয়া জাতি। তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ‘ঝাড়খণ্ড ও তুতুরির স্বপ্ন’ উপন্যাস রচিত।

ঔপন্যাসিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় মেদিনীপুর জেলার সাঁওতালদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'মহুলবনীর সেরেঞ' (১৯৯৫) উপন্যাসে। এই উপন্যাসে সাঁওতাল জনজাতির জীবনচেতনা ও দ্বন্দ্বমূলক সমাজ প্রতীয়মান। তারই পাশাপাশি ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের ঘটমান সময়ের বাস্তবতা, চরিত্র ও পটভূমির আখ্যান খণ্ডিতরূপে ফুটে উঠেছে। ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের রাজনৈতিক মতাদর্শ, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও লড়াই ইতিহাসের মূল্যবোধ তপন বন্দ্যোপাধ্যায় অস্বীকার করেননি। আদিবাসীদের রাজনৈতিক যুদ্ধ, জমি দখলের লড়াই ও অস্তিত্বের লড়াই আমরা দেখতে পাই তাঁর 'দ্বৈরথ'(২০১৪) উপন্যাসেও।

সত্তর দশকের সাহিত্যিক ভগীরথ মিশ্রের 'জানগুরু' (১৯৯৫) উপন্যাসের পটভূমিকায় অবস্থিত রাঢ়ভূমির কংসাবতী, শিলাবতী, দ্বারকেশ্বর, জয়পণ্ডা, গন্ধেশ্বরী ও বিড়াই নদনদীর উপকূল অঞ্চল। মেদিনীপুরের এই উপকূল অঞ্চলে অবস্থিত হাড়মাসড়া গ্রাম, এই গ্রামেই বাউড়িদের বসবাস। হাড়মাসড়া গ্রামের পাশেই আদিবাসী সাঁওতালদের বসবাস। স্বাধীন ভারতে সাঁওতালদের বহমান জীবনের প্রতিটি কুসংস্কার স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে প্রতীয়মান 'জানগুরু' উপন্যাসে।

সুবর্ণরেখা নদীর ধারে আদিবাসী জনবসতি, তার দক্ষিণ প্রান্তে কুমোর, কামার ও ডোমদের বাসস্থান পেরিয়ে তপোবন জঙ্গলমহল, একেবারে পাশে উড়িষ্যা বর্ডার। এই অঞ্চলের সাঁওতাল গোষ্ঠী নিয়েই কথাসাহিত্যিক নলিনী বেরা বহু গল্প-উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর 'শাল মহুলের প্রেম', 'দুই ভুবন', 'ঝাঁটার কাঠি', 'খোরপোষ', 'ঘবা, তিহা-র গল্প' গল্প-উপন্যাসে সাঁওতাল জীবনের খণ্ড চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

কথাসাহিত্যিক সৈকত রক্ষিতের গল্পের ভিত্তিভূমি গড়ে উঠেছে গ্রামের প্রবহমান জীবনের দুঃখ, দুর্দশা ও অত্যাচারিত বঞ্চিত মানুষের বেদনায়। পুরুলিয়া-বাঁকুড়া-মেদিনীপুর অঞ্চলের উপেক্ষিত আদিবাসী সমাজের সামাজিক লড়াইয়ের মতো একাধিক বিষয় তাঁর গল্প-

উপন্যাসের আখ্যান নির্মিত। তাঁর 'মাড়াই কল', 'উৎখাতের পটভূমি', 'ছল', 'যশোমণি মুর্মু' গল্পগুলিতে পুরুলিয়ার প্রকৃতির উদার পরিবেশে আদিবাসী সাঁওতালদের পারিবারিক, জাতিভেদ এবং অর্থনৈতিক সমস্যা প্রকাশিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: বাংলা উপন্যাসে সাঁওতাল জীবন(১৯৪৭-২০১৫)

সাঁওতাল জাতি সম্পর্কে গবেষণামূলক ঐতিহাসিক তথ্য যে সময় থেকে পাওয়া যায়, তা মূলত অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই সাঁওতালরা জোতদার জমিদার ও ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই বিদ্রোহ করেছে। সাঁওতাল সংগ্রামের ইতিহাস অনুসন্ধান করলেই জানা যায়, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বাবা তিলকা মাঝি, সিধু, কানু, চাঁদ, ভৈরব প্রমুখ বীর সন্তান লড়াই করেছে। আইন অমান্য আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলনেও সাঁওতাল জাতির ভূমিকা অস্বীকার করা অনুচিত। স্বাধীনতা পরবর্তীকালেও কৃষক, খাদ্য ও নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে সাঁওতালরা সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল। যুক্তফ্রন্ট সরকার, বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস সরকারের রাজনৈতিক বেড়াজালে সাঁওতালরা আক্রান্ত হয়। ঝাড়খণ্ড আন্দোলনেও সাঁওতাল জাতির সংগ্রাম নতুনরূপ ধারণ করে। সাঁওতালদের রাজনৈতিক লড়াই-সংগ্রামের ইতিহাস বাংলা উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। লেখকরা সাঁওতাল জীবনের সংগ্রাম, লড়াই ও রাজনীতিকে কতটা তুলে ধরতে পেরেছেন এবং উপন্যাসগুলি শিল্পসাহিত্য হিসাবে কতটা মর্যাদা ও সার্থকতা লাভ করেছে, তা গভীরভাবে অনুসন্ধান করা হয়েছে। কারণ একই সঙ্গে লেখকরা স্বাধীনতা উত্তরকালে দাঁড়িয়ে ইতিহাসের ঘটনাকে পুনর্নির্মাণ করেছেন আবার সমকালীন রাজনৈতিক দিকগুলিও তুলে ধরেছেন। কাহিনি, ঘটনা, পরিবেশ, ভাষা, সময় ও চরিত্র অনুসারে ঔপন্যাসিকরা সাঁওতালদের লড়াই, আন্দোলন ও রাজনীতিকে তুলে ধরেছেন। সাঁওতালদের অতীত ইতিহাস ও প্রাত্যহিক জীবনের সামাজিক,

অর্থনৈতিক অবস্থার নিরিখে ঔপন্যাসিকরা নিজেদের জীবন দর্শন ও রাজনীতির তাত্ত্বিকরূপ আখ্যানের বয়ানে নির্মাণ করেছেন। আর সাঁওতাল সংস্কৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হয় সাঁওতাল জীবন গোষ্ঠীভিত্তিক। ফলত তাদের সংস্কৃতি অতীত ঐতিহ্যে গ্রথিত। বহুকাল পর্যন্ত অরণ্যবাসী এই আদিম জনজাতি শ্রুতিপরম্পরায় তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অভিজ্ঞান বহন করে চলেছে। তবে একেবারে অ-পরিবর্তনশীল নয় এই পরম্পরা। বাসস্থান, পোষাক-পরিচ্ছেদ, জীবিকা নির্বাহ, খাদ্যাভ্যাস, বিশ্বাস-সংস্কার, কুসংস্কার, ধর্ম ও অনুষ্ঠান, মেলা-পার্বণ, চারুকলা-কারুকলা, ভাষা ব্যবহার, লোককথা, গান, নৃত্য ও মনস্তত্ত্ব– সামগ্রিক জীবনচর্যা ও মানসচর্চার বিষয় সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতিতে স্থান পায়।

ঔপন্যাসিক কালীপদ ঘটকের ‘অরণ্য-কুহেলী’ (১৯৪৯) উপন্যাসে উল্লেখিত আরণ্যক আদিবাসীদের প্রেমজীবনের সংঘাত-আলেখ্য; হিংসা-বিদ্বেষ দ্বন্দ্বের উর্দ্ধে প্রেমের বৈজয়ন্তীর প্রতিষ্ঠা, মানুষের অন্তর-মাহাত্ম্যের ইঙ্গিত।[৯] এই উপন্যাসের কাহিনিতে নর-নারীর ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষার অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। রক্ষণশীল সাঁওতাল সমাজের বিধির বিধানকে উপেক্ষা করে নর-নারীর বৈধ-অবৈধ প্রবৃত্তি সত্যনিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সমাজের তাপ-উত্তাপকে অস্বীকার করে দুলালী ও মোহনের নিরুদ্দেশ জীবনজগৎ, যেখানে বাস্তবের কঠিনতম অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয় উভয়ের মনজগতে। কিন্তু সমাজ থেকে পালিয়ে পালিয়ে আর কতদিন বাইরে থাকা সম্ভব, একটা সময়ে তাদের বসতিতে উপস্থিত হয় সাঁওতাল সমাজপতির দলবল। এই ঘটনার চরমমুহূর্ত তৈরি হয় আদালতে, যেখানে নর-নারীর মিলন ঘটে আজীবনের জন্য।

‘অরণ্য-কুহেলী’ উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে নর-নারীর বঞ্চিত জীবনের বেদনা। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সীমাহীন সংঘাত, সমাজের সংকীর্ণ অত্যাচার সামাজিকরূপেই প্রতীয়মান। গণ্ডীবদ্ধ মনুষ্যত্ব কল্যাণের জন্য নর-নারীর ব্যক্তিগত বাসনা উপেক্ষিত হয়নি।

সহানুভূতির দৃষ্টিতেই সমাজের বিচার পদ্ধতি স্বীকার্য, তবুও ব্যক্তিমনের ভাবসত্য রূপায়িত। মনন ও মনের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে নায়ক-নায়িকা। মননের অপেক্ষা মনের প্রাধান্য অধিক, ফলত চরিত্রের মধ্যে রয়েছে আবেগ ও হৃদয়ের গ্লানি। ঔপন্যাসিক প্রেমের স্বরূপকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সাঁওতাল সমাজের সংস্কারকে গুরুত্ব দিয়েছেন। ক্ষমতাবান সাঁওতাল সমাজের কাঠামোকে বিরোধীতা করার মানসিকতা ব্যক্তি মানুষের নেই। সেই কারণেই মোহন ও দুলালী সমাজ থেকে বহু দূরে পালিয়ে যায়। সাহসিক সিদ্ধান্ত ও হৃদয়ের আবেগ দ্বারা এক স্থান থেকে আরেক স্থানে পালিয়ে যাওয়াই প্রেমিক-প্রেমিকার অস্তিত্ব। স্থানিক পটভূমি যে ভাবে পরিবর্তন হয়েছে, সেই ভাবেই সুখ দুঃখের চিত্রও বদলেছে। সুখের আশায় সংসার করা অথচ সুখহীন জীবন, সংসারের প্রতি অনীহা অথচ সেখান থেকে বেরনোর পথ নেই। দুলালীর বেদনাময় জীবনে সংসারের দায়িত্ববোধ, সন্তানের প্রতি স্নেহ এবং সংসারের অভাব, অনটনের বিরুদ্ধে লড়াই বারবার ফুটে উঠেছে। বিনিময়ে খামখেয়ালি আচরণ, পরকীয়া প্রেম, বিশ্বাসঘাতকতা, ভারসাম্যহীন জীবনের পরিচয় দিয়েছে মোহন। পুরুষ চরিত্রে সংসারের প্রতি দায়িত্বশীল ও অর্থপূর্ণ জীবনের চিত্র অনুপস্থিত। মোহন চরিত্র একরৈখিক নয়, কিংবা টাইপও চরিত্রও নয়, বরং সে বাস্তবের জটিল চরিত্র। যেমন স্ত্রীকে ফাঁকি দিয়ে পরকীয়া করেছে, তেমনি স্ত্রীকে হারিয়ে বেদনা অনুভব করেছে। সে তার স্ত্রীকে বিপদ থেকে রক্ষা করেছে, লড়াই করেছে মাতব্বর টমাস সাহেবের বিরুদ্ধে। সে রক্ষা করেছে সংসারের মান-সম্মানকে। শুধু তাই নয়, দুলালীকে বাঁচানোর জন্যে আদালতে মোহন নিজেকে দোষী স্বীকার করে, কিন্তু টুংরা মাঝির হঠকারিতায় মোহন নির্দোষ প্রমাণিত হয়। খুনি টুংরা মাঝির জেল হয়। টুংরা মাঝি টাইপ চরিত্র, খলচরিত্র হিসাবেই তার পরিচয়। বিবেকহীন টুংরা মাঝি বাঘ কিংবা মানুষ হত্যা করতেও ভয় না।

ঔপন্যাসিক 'অরণ্য-কুহেলী' উপন্যাসে সাঁওতালদের প্রাচীন প্রথা, সমাজের একতা, জোট, বিধি-বিধান তুলে ধরেছেন। সমাজের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুললে তার শাস্তি যে ভয়ংকর হবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষের ভালোবাসা দীর্ঘ সময়ের, অনেক দিন অপেক্ষা করতে হয় পূর্ণতার জন্য। মধুর প্রেমের গভীরতা সর্বকালীন স্থায়ী থাকে। সমাজ যে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, শেষ পর্যন্ত সেই বাধাকে কাটিয়ে নর-নারীর প্রেম মধুরমিলনে সমাপ্তি হয়েছে।

সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ তাঁর 'শতকিয়া'(১৯৫৮) উপন্যাসে অরণ্যকেন্দ্রিক সাঁওতাল জীবনের অনুভূতি ও অজানা তথ্যসূত্র সাজিয়েছেন। উপন্যাসে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া ভূমিহীন সাঁওতাল জীবনের আবহমানকালের আখ্যান নির্মিত হয়েছে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'পঞ্চতপা'(১৯৫৮) উপন্যাসে দেখা যায় উচ্চশ্রেণির মানুষের কাছ থেকে নিম্নশ্রেণির মানুষ যখন বিভিন্ন বিষয়-আশয়ে বঞ্চিত হয়েছে, তখনই তাদের রাগ-ক্ষোভ-জিঘাংসা মুখর হয়েছে। নদীকেন্দ্রিক বসবাসকারী সাঁওতাল জাতির উচ্ছেদ হওয়া এবং সেখানে নতুন ড্যাম তৈরি করার চেষ্টা। তাই তারা ভিটেমাটি ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চায়নি। ফলত বেদনা ও হতাশা থেকেই তারা ক্ষুব্ধ ও হিংস্র হয়ে উঠে। কিন্তু বাধ্য হয়ে তারা বসতি স্থানান্তর করে। সেই সূত্রে উপন্যাসের কাহিনি নির্মাণে সাঁওতালদের কঠোর পরিশ্রমের ছবি ও বেদনাময় জীবন স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। আবার তারই মাঝে রোমান্টিক প্রেমের অন্তর্মগ্ন কাহিনি উপস্থিত হয়েছে দুটি জাতির পারস্পরিক ভাবনার যোগসূত্রে। বাঙালি ও সাঁওতাল নর-নারীর জীবনসত্য ভিন্ন কথনে গ্রথিত। ঔপন্যাসিক খুব কৌশলে বাঙালি প্রেমকে ব্যক্ত করার জন্যে সাঁওতাল নর-নারীর প্রেম অল্প-বিস্তর আলোচনা করেছেন। উপন্যাসের মূলে দুইজন পুরুষ চরিত্র ড্রাফমেন্ট নরেন চৌধুরী ও চিফ্‌ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি। আর এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সান্ত্বনা, ওভারসিয়ার অবনীবাবুর মেয়ে। দুই পুরুষকে কেন্দ্র করে সান্ত্বনার জটিল অন্তর্দ্বন্দ্ব গড়ে উঠে। গোপন প্রবৃত্তি নিরোধের নিয়মে সান্ত্বনা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে

পারেনি। এক পুরুষের সঙ্গে শারীরিক চাহিদা পূরণের কামনা, আর অন্য পুরুষের সঙ্গে মনের মিলনে বদ্ধপরিকর। সান্ত্বনার যৌবনে আবেগ-উচ্ছ্বাস একটা সময় শান্ত হয়ে উঠে। সান্ত্বনার জীবনে শারীরিক-মানসিক পরিবর্তন হয়েছে ঘটনা ও সময়ের পরম্পরায়। পুরুষের প্রতি তার জৈবিক ও আত্মিক আকর্ষণ-বিকর্ষণ উভয় দিকই প্রকাশ পেয়েছে। এই সূত্রে সাঁওতাল নর-নারীর অন্তর্গত রাগ, ক্রোধ ও বিক্ষোভ যেমন আছে, তেমনি লুকিয়ে আছে অন্তরের জ্বালা-যন্ত্রণা।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় গ্রামীণ জীবনবোধের রূপকার। গ্রামে অবস্থিত সাঁওতাল সমাজের বিশেষ বিশ্বাস তাঁর 'সপ্তপদী'(১৯৫৮) উপন্যাসে উঠে এসেছে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালেও সাঁওতালদের মধ্যে ডাইনির মতো সাংঘাতিক কুসংস্কার বেঁচে রয়েছে, তা এই উপন্যাসের বেশ কিছু অংশে দেখানো হয়েছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পাগলা পাদরীর মধ্য দিয়ে সাঁওতাল জাতির ডাইনি প্রথার ভয়ংকর রূপটিকে তুলে ধরেছেন। যেখানে ঝুমকিকে ডাইনি অপবাদ দিয়ে সাঁওতাল সমাজ বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। সেখানে অসহায় ঝুমকির একমাত্র আশ্রয় হয়ে দাঁড়ায় পাগলা পাদরী। বনজঙ্গল ও পাহাড়ে অবস্থিত সাঁওতাল সমাজের ইতিহাস ও অন্যান্য ঘটনাসমূহের প্রকাশ ঘটেছে তাঁর 'অরণ্য-বহ্নি'(১৯৬৬) উপন্যাসে। ঔপন্যাসিক সাঁওতাল সংগ্রামের বীর সিধু কানুর বৃত্তান্ত অত্যন্ত নিখুঁত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অরণ্য-বহ্নি' ব্যতিক্রমী উপন্যাস, যেখানে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে সাঁওতাল নারীদের অবদানকে গুরুত্ব সহকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। রুকনী, টুকনী, মানকী ও ভৈরবীর মতো বিদ্রোহিনী নারীর মাধ্যমে ফুলো ঝানোর স্বীকৃতি ও মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ইতিহাসের উপাদান ও কাহিনি গঠনের নিরিখে নিঃসন্দেহে বলা যায় 'অরণ্য-বহ্নি' শ্রেষ্ঠ ও ব্যতিক্রমী উপন্যাস।

বিশিষ্ট কবি ও ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’(১৯৬৮) উপন্যাসে চারজন শিক্ষিত যুবকের জীবন অভিজ্ঞতা ও বাস্তব ঘটনা উপস্থাপিত হয়েছে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সঞ্জয়, শেখর, অসীম, রবি এবং সাঁওতাল নারী দুলি। রবির সঙ্গে দুলির শারীরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। যা সাঁওতাল সমাজের মানুষ মেনে নিতে পারেনি, তারা প্রতিবাদ করে- ‘ইউ বাস্টার্ড, ইউ সান অব আ বীচ- ইউ থিংক সানথাল গার্লস আর ফ্রি-’।...আপনারা কি ভাবেন? চিরকাল একজিনিস চলবে? যাকে তাকে ধরে মারবেন? আমাদের মেয়েদের কোনো ইজ্জত নেই? আমাদের মেয়েদের নিয়ে যা খুশী করবেন?”[১০] বাবুরা চিরকাল সাঁওতাল মেয়েদের মান-ইজ্জত নিয়ে খেলা করে এসেছে। তারই বিরুদ্ধে সাঁওতাল পুরুষদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর উঠে এসেছে। সাঁওতাল সমাজের গণ্ডি ছেড়ে যখন প্রেমের সম্পর্ক অন্য জাতির সঙ্গে ঘটে, তখনই বিপদ। কারণ এই ধরনের ঘটনা সাঁওতাল সমাজের বিধির বাইরে পড়ে। আসলে অ-আদিবাসী সমাজ থেকে সাঁওতাল সমাজের রীতিনীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে পছন্দ করে।

গ্রামীণ জীবন ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল জন্মসূত্রে। অন্যদিকে তাঁর নাগরিক জীবন অভিজ্ঞতা তৈরি হয়েছিল কাজের সূত্রে। তাই তিনি ‘তৃণভূমি’(১৯৭০) উপন্যাসে দেখা যায় বাঙালি ও সাঁওতাল চরিত্রের মধ্যে মেলবন্ধনের ছবি যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি উভয় জাতির মধ্যে রাজনৈতিক মতাদর্শের দ্বন্দ্বও দেখিয়েছেন। তিনি সত্তর দশকের গ্রাম ও শহরের উত্তেজনা, মিটিং, মিছিল, সভা, জনসভা, লড়াই ও খুনোখুনির মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা ঔপন্যাসিকের কলমে ভাষারূপ পেয়েছে। জমিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিবাদ, দলাদলি ও ক্ষমতা অর্জনের লোভ লালসা ও প্রতিহিংসায় জর্জরিত গ্রামীণ পরিবেশ। তিনি এই উপন্যাসের নিশানাথ, ঝুমকি,

ফিলিপ ডাক্তার, মানিক প্রভৃতি চরিত্রের মধ্য দিয়ে রাজনীতির মানসিকতা, সংকীর্ণতা ও গভীরতর চিন্তা-চেতনা উপস্থাপন করেছেন।

ঔপন্যাসিক আব্দুল জব্বারের 'মাতালের হাট'(১৯৭২) উপন্যাসে আদিবাসী জীবনের সংকট ও সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে। উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র রবি হাঁসদা, যে চরিত্র অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। বাধ্য হয়ে সে তার গ্রামের বাড়ি ছেড়ে জীবিকার সন্ধানে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছে। হুগলীর ইটভাটাতেও সে কিছুদিন কাজ করে জীবন কাটিয়েছে। সেখানেও রবি হাঁসদা আন্দোলন করেছে মালিকের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে। ইটভাটা থেকে গ্রামের বাড়িতে যখন রবি ফিরে আসে, তখন গ্রামের মধ্যেও রাজনীতির দলাদলি, খুনোখুনির ভয়ঙ্কর ঘটনা জানতে পারে। রাজনীতির নেতা চরণ বেসরা, ডাক্তার অনন্ত মজুমদার, আশীষ মজুমদারের মতো জোতদার, জমিদার ও মহাজনের বিরুদ্ধে রবির লড়াই বীরসা মুণ্ডার সংগ্রামকে স্মরণ করায়। এই উপন্যাসে রাজনীতির পাশাপাশি উল্লেখ্য সাঁওতাল সমাজের রীতিনীতি, আচার-আচরণ ও সংস্কৃতির মতো বিবিধ বিষয়।

লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসী সংগ্রামের ইতিহাস পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন আখ্যানের মাধ্যমে। প্রাক-আধুনিক যুগে সাঁওতালদের লড়াই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বাবা তিলকা মাঝি। তাঁর 'শালগিরার ডাকে'(১৯৮২) উপন্যাসে দেখা যায় ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে বাবা তিলকা মাঝি সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আদিবাসীদের এই রকম লড়াই চলতে থাকে আজীবন। মহাশ্বেতা দেবীর 'সিধু কানুর ডাকে'(১৯৮১) উপন্যাসে দেখা যায় ১৮৫৫ সালের ভগনাডি গ্রামে বীর সিধু কানুর নেতৃত্বে বিশাল সমাবেশ ও লড়াই হয়েছিল ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে। লেখিকা সিধু চরিত্রের মধ্য দিয়ে সাঁওতাল সমাজের লড়াকু মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। সাঁওতালদের সঙ্গে ইংরেজরা যখন যুদ্ধে পারছিল না, তখন বাঙালি-বিহারী জোতদার, জমিদার, দারোগার সহযোগিতায় ইংরেজ সরকার যুদ্ধের শর্ত

অস্বীকার করে। সেই সময় ইংরেজ সরকার চালাকি অবলম্বন করে। ফলস্বরূপ আধুনিক বন্দুকের বিরুদ্ধে সিধু, কানু, চাঁদ, ভৈরবের মতো যোদ্ধারা পরাজিত হয়। পরাজিত হলেও এই যুদ্ধের প্রভাব স্বাধীনতা উত্তরকালেও প্রভাবিত। বলরাম কিস্কু, গিরি মাঝি, পার্বনী, দুলাচাঁদ, ভগবানো, সনাতন ও সুবল সিং এর মতো মানুষ প্রতিবাদ-লড়াই-বিদ্রোহ করে প্রাণ হারিয়েছে। মহাশ্বেতা দেবী অতীত ইতিহাস থেকে শুরু করে প্রবহমান কালের রক্তাক্ত সময়ের পূর্ণমাত্রা প্রকাশ করেছেন আখ্যানের পরতে পরতে।

'অক্লান্ত কৌরব' উপন্যাসে 'অপারেশন? বসাই টুডু' গল্পের কাহিনি গুরুত্বপূর্ণভাবে উপস্থিত হয়েছে। বসাই টুডু এবং কালী সাঁতরার অন্তর্বয়নের সূত্রে দিলীপ সোরেন ও ইন্দ্র প্রামাণিকের কথন স্পষ্ট ব্যাখ্যায় আলোচিত। বসাই টুডুর মৃত্যু হয়েছে বারেবারে, আসলে এই মৃত্যু চেতনার মূলে মৃত্যুহীন সংগ্রাম ও বিদ্রোহকে স্বীকৃতি দিয়েছেন লেখিকা। দিলীপ সোরেনের মৃত্যু হয়নি, তার আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যায় বামপন্থী বন্ধু ইন্দ্র। কালী সাঁতরার আদলে তৈরি ইন্দ্র চরিত্র। এই চরিত্রের মধ্য দিয়েই উপন্যাসের বিষয়বস্তু আলোকপাত হয়েছে। তবে কালী সাঁতরার মতো জনপ্রিয় চরিত্র নয় ইন্দ্র। সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে তার ভূমিকা যথেষ্ট, পাঠক সহজেই তাকে উপলব্ধি করে কিন্তু পাঠক যে ভাবে কালী সাঁতরার সাথে একাত্ম হয়েছে, সেই ভাবে ইন্দ্র চরিত্রের সাথে একাত্ম হতে পারেনি। বরং দিলীপ সোরেনের একনিষ্ঠ, সৎ চরিত্রবান মানুষ, বিবেকবান চিন্তাধারা পাঠক সমাজকে আকৃষ্ট করেছে। দিলীপ সোরেনের পথ চলা বসাই টুডুর জগৎ থেকে। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র ও প্রশাসনের শাসন ও আইনকে অগ্রাহ্য করে দিলীপ সোরেন জঙ্গলের জমি দখল ও অধিকার পাওয়ার লক্ষ্যে লড়াই বাঁচিয়ে রাখে।

সাহিত্যিক অভিজিৎ সেনের 'রহু চণ্ডালের হাড়' (১৯৮৫) উপন্যাসে বেশ কিছু অংশে সাঁওতালদের সঙ্গে বাজিকরের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র পীতেম, সাঁওতাল সমাজের কাছ থেকে আন্তরিক ব্যবহার পেয়ে সে অনুভব করে এক নতুন জীবন।

সহরায়ের রাতে সাঁওতালি গানে মুগ্ধ হয় পীতেম। বেশির ভাগ গানগুলিই দুঃখ, বেদানা ও বিষাদের। এরকম একটি গানের নিদর্শন-

রাজমহল পাহাড়ে,
গাড়ি চলে লহরে,
চার হালের মোষ বেঁচে
হায়রে, হায়রে,
মরদ গেল শহরে।
হায়রে, হায়রে,-
গোমানীর জল গেল শুকিয়ে।[১১]

শুধু আনন্দ উৎসব নয়, বহু ঘটনার সাক্ষী এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষ। সাঁওতালদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক থাকার সৌজন্যে পীতেম দেখেছে সাঁওতাল পরগণায় মহাজনের দাপট। তাঁর জীবন অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছে গ্রাম-গঞ্জ, হাটগঞ্জে দ্রব্য বিনিময়ের সময় মহাজনদের চতুরতা। মহাজনের অত্যাচারে বহু সাঁওতাল জীবিকার সন্ধানে উত্তরবঙ্গের মালদা, দিনাজপুরে স্থানান্তরিত হয়েছে। সেখানেও পীতেম, সালমা, জিল্লু, পরতাপ, বালিদের সঙ্গে সাঁওতালদের জীবন বৃত্তান্ত পাওয়া যায়।

সাহিত্যিক মানব চক্রবর্তীর 'ঝাড়খণ্ড ও তুতুরির স্বপ্ন' (১৯৯৪) উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের সাঁওতালদের জীবনচিত্র। যে জীবনচিত্রের মূলে রয়েছে গান্ধীবাদ, মার্কসবাদ ও ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের নানা তর্ক-বিতর্ক। ঝাড়খণ্ড আন্দোলন শুধুমাত্র সাঁওতাল জাতির আন্দোলন নয়, এই আন্দোলনে বহু নিম্নশ্রেণির মানুষ যোগদান করেছে। দীর্ঘ দু'শো বছরের ইংরেজ সরকার ও আদিবাসীর মধ্যে আর এক মধ্যবিত্ত শ্রেণি, যারা ছিল অত্যাচারিত

দিকু, তারা আদিবাসীদের ভাষা-সংস্কৃতির মনে অনুপ্রবেশ করেছে, ফলে আদিবাসী সংজ্ঞাটাই যেন বদলে দিয়েছে। তাই মণ্ডল, মাহাতোরাও নিজেদেরকে আদিবাসী বলে দাবি করে বর্তমানে। দীর্ঘদিন যাবৎ আদিবাসীদের সঙ্গে লোহার, শুঁড়ি, তেলি, কামার, ক্যাওট, দোসাদ, পাসোয়ান, কুর্মি, কাহার, ঘাটোয়াল প্রভৃতি নিম্নশ্রেণির মানুষ মেলামেশা করেছে, ফলত তাদের একাত্মীকরণ ঘটেছে আদিবাসী সংস্কৃতির সঙ্গে। তাই তারাও 'ঝাড়খণ্ড রাজ্য' দাবী করে। অন্যদিকে জনসমর্থন পাওয়ার লোভে আদিবাসীরাও নিজেদের সংস্কৃতিকে পরোয়া করে না। মূলত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিয়ে আদিবাসী জীবন কখনই নিজস্বতা লাভ করতে পারে না।

ঔপন্যাসিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মহুলবনীর সেরেঞ'(১৯৯৫) উপন্যাসে মূলত তিনটি বিষয় দেখানো হয়েছে। এক, সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি। দুই, সাঁওতাল নারীর সঙ্গে বাঙালি ডাক্তারের সম্পর্ক। তিন, ঝাড়খণ্ড আন্দোলন। সাঁওতাল সমাজের পৃথিবী সৃষ্টিতত্ত্বের ইতিবৃত্ত, 'জানাম ছাটিয়ার, অতিথি বরণ প্রথা, বাহা পরব, শিকার পরব, ঝিকানাচ প্রভৃতি সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য দিক উপন্যাসে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। অন্যদিকে ভিন্ন জাতির পুরুষ অলক্তকের সঙ্গে সাঁওতাল নারী সহেলির সম্পর্ক এবং শেষ পর্যন্ত সহেলির আত্মহত্যায় উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটে। অলক্তক, সহেলি, গ্রামের লোক, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, সাঁওতাল সমাজ এবং সর্বোপরি ঔপন্যাসিকের জীবন দর্শন- সব মিলেই উপন্যাসের কাঠামো ও মূল বিষয়বস্তু গঠিত হয়েছে। তাঁর 'দ্বৈরথ' (২০১৪) উপন্যাসে মেদিনীপুরের জমিদারের সঙ্গে সাঁওতালদের লড়াই দেখানো হয়েছে। ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের মাধ্যমে সাঁওতালরা মুক্তির উপায় খুঁজে পায়। যদিও শাসক গোষ্ঠীর কাছে এধরনের লড়াই বিশেষ গুরুত্ব থাকে না।

ঔপন্যাসিক ভগীরথ মিশ্র তাঁর 'জানগুরু'(১৯৯৫) উপন্যাসে অশিক্ষিত বাউড়ি ও সাঁওতাল সমাজের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের দিকগুলি তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র চুনারাম, তার মনুষ্যত্ববোধ বলে কিছু নেই। ধন-সম্পত্তির লোভের কারণে সে নিজের স্ত্রী ফুলমতীকে ডাইনি অপবাদ দিয়ে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। কিন্তু ফুলমতী বেঁচে যায় সুবলের সহযোগিতায়। এই উপন্যাস জুড়ে দেখানো হয়েছে ডাইনির মতো ভয়ংকর ঘটনা।

নলিনী বেরা তাঁর 'শাল মহুলের প্রেম' উপন্যাসের 'যৌবন মেলার সন্ধানে' অংশে সাঁওতাল সমাজের 'দাঁশাই' নাচের কাহিনি ব্যক্ত করেছেন। এই 'দাঁশাই' নাচের কাহিনি লোকশ্রুতি অনুসারেই বর্ণিত হয়েছে। তবে এই লোকশ্রুতি দীর্ঘ সময়ের নয়, অর্থাৎ উনিশ শতক থেকে এমন কাহিনি পাওয়া যায়নি। এটি সম্পূর্ণভাবে একবিংশ শতাব্দীতে জনসমাজে প্রচলিত হয়। এর পিছনে রাজনৈতিক স্বার্থ রয়েছে। এই কাহিনিকে এমনভাবে সাজানো, যেখানে আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্বকে উদ্ঘাটিত করেছে। কাহিনি অনুসারে দেখা যায় যে, সাতভূম অঞ্চলে হুদুড় দুর্গা নামে সাঁওতালদের এক রাজা ছিল। রাজা খুব দয়ালু এবং প্রজাদের খুব ভালবাসত। রাজা প্রজাদের নিয়ে খুব ভাবত এবং প্রজাদের অনেক উপকার করত। তাতে প্রতিবেশী 'দিকু' রাজার খুব হিংসা হত। বিজয়া দশমীর দিনে 'দিকু' রাজা হিংসায় হুদুড় দুর্গার রাজ্য আক্রমণ করে এবং সাঁওতাল রাজা হুদুড় দুর্গাকে হত্যা করে। সেইদিন থেকে বিজয়া দশমীর দিনে দিকুরা সাঁওতাল পুরুষদের হত্যা করত। তাই দুর্গাপূজা তথা বিজয়া দশমীর দিনটি সাঁওতালদের কাছে শোকের দিন। আর সেই কারণেই সাঁওতালরা জোট হয়ে নাচ ও গানের মাধ্যমে শোক প্রকাশ করে। এই রকম লোককাহিনির সূত্রপাত ইদানিং কালের, কারণ সাঁওতালদের নিয়ে সমাজবিদ্যা ও লোকসংস্কৃতির যে সমস্ত গবেষণা পাওয়া যায়, তাতে এমন কাহিনির উল্লেখ নেই।

নলিনী বেরার 'শাল মহুলের প্রেম' উপন্যাসে সাঁওতাল সমাজের বিবাহ রীতিনীতি বৈচিত্র্যময়ভাবে ফুটে উঠেছে। এই আখ্যানে 'ইতুৎ সিঁদুর বাপলা' প্রসঙ্গ এসেছে। শুধু তাই নয়, নলিনী বেরা পাহাড়পুজোকে কেন্দ্র করে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই অংশে নলিনী বেরা মঙলু চরিত্রের মধ্যে দিয়ে সাঁওতাল জীবনের গভীর দিকগুলিকে স্পর্শ করেছেন। 'যৌবন মেলার সন্ধানে'র দ্বিতীয় পর্বে সাঁওতালদের 'পাতা বিঁধা' পরবের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। 'পাতা বিঁধা' পরব অনুষ্ঠিত হয় শিলদাতে। অনেকেই এই পরবকে 'শিলদাপাতা' বলে থাকে। ইতিহাসগত দিক থেকে শিলদা স্থানটির গুরুত্ব রয়েছে। ইতিহাসে যে 'চূয়াড় বিদ্রোহে'র কথা বলা হয়েছে- সেই 'চূয়াড় বিদ্রোহে'র প্রধান ঘাঁটি ছিল শিলদা।

নলিনী বেরার 'দুই ভুবন' উপন্যাসে দুইটি খণ্ড, 'ভাসান' এবং 'ভাসমান'। প্রথম খণ্ড 'ভাসান' আখ্যানের ঘটনা ও বিষয়বস্তু হলো লেখকের গ্রাম ও তার পাশ্ববর্তী এলাকা। লেখক যেখান থেকে ছোট থেকে বেড়ে উঠেছেন, সেই মাতৃভূমির নানা চরিত্র ও ঘটনাকে এই আখ্যানে উপস্থাপন করেছেন। তার বড় দিদির কাছ থেকে কথকচরিত্র মনিবাবু শিশুকালের কথাকাহিনি শুনে বেড়ে উঠেছেন। গ্রামবাংলার যাত্রা উৎসবের প্রেক্ষাপট মধ্যযুগীয় রীতিতে বর্ণিত হয়েছে ঘটনার প্রারম্ভে। লেখক দুটি চলমান সময়ের সমাজ ও তার পরিস্থিতিকে উপলব্ধি করেছেন। লেখক দেখিয়েছেন শৈশবকালের সমাজের কাঠামো, জীবনযাপনের ধরন, যৌথ পরিবারের সুখ দুঃখের সংসার, গ্রামের মানুষ ও তাদের নিত্যদিনের কার্যকলাপ ও গ্রামবাংলার শান্ত পরিবেশের সৌন্দর্য।

এই আখ্যানের নিরীক্ষণ বিন্দু চলমান সময়ের জীবনচিত্র। কথক চরিত্র যে ভাবে ছোট থেকে বড় হয়ে উঠেছেন, তার সূত্রপাত ধরেই উপন্যাসের বিষয়বস্তু শুরু হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতার নিরিখে কথকচরিত্র দেখেছেন পরিবারের মানুষ। মা ও বাবার কলহ, সারদা মাসির দোকান, নাথবাবাজীর আশ্রম, ভুবন জেঠা, প্রমথদা, হরিবাবু, গোপাল হালদার,

দীনুমাস্টার প্রভৃতি চরিত্রের ছোট ছোট ঘটনা কথকের বয়ানে ধরা পড়েছে। প্রত্যেকটা চরিত্র লেখকের চেনা জানা মানুষ, তাদের ব্যক্তিগত জীবনের সাথে লেখকের গভীর সম্পর্ক। এছাড়াও রয়েছে সনা মুর্ম, ধনা মুর্মু, সুনি সাঁওতাল, সোমাই সোরেন, মোগলা সোরেন, গুরাবুড়া প্রভৃতি সাঁওতাল চরিত্র। বহুজাতির বসবাস এই হদহদি গ্রামে। তাদের পরিবর্তন লেখকের সচেতন দৃষ্টিতে রূঢ় বাস্তবরূপে চিহ্নিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়: বাংলা ছোটগল্পে সাঁওতাল জীবন(১৯৪৭-২০১৫)

ছোটগল্পের পরিসর খুবই কম থাকে, এখানে বৃহৎ বিষয় ও বিরাট কাহিনিকে উপস্থাপন করা হয় না। ছোটগল্পে জীবনের ক্ষুদ্রতম ঘটনাকে ফুটিয়ে তোলা হয়। বিশেষ কোনো একটা ঘটনা কিংবা একটা দিককে তুলে ধরা ছোটগল্পের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য। অল্প পরিসরে সাঁওতাল সমাজের বৈচিত্র্যময় দিক উঠে এসেছে গল্পের ভুবনে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলা গল্পকাররা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে জঙ্গলে বসবাসকারী অসহায়, দরিদ্র ও নিম্নবর্গীয় গোষ্ঠীর ছন্নছাড়া জীবনকে গবেষণা করেছেন। এমন কি তাঁদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠেছে বাংলা ছোটগল্পে আদিবাসী সাঁওতালদের প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা দেওয়া। যেখানে মূল কাহিনি হিসেবে নর-নারীর জীবন বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসে, সেখানে ছোটগল্পে নর-নারীর প্রেম-প্রবৃত্তি-জটিলতা উপস্থাপিত হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাবে সাঁওতাল নর-নারীর সম্পর্কগুলি পরিবর্তিত হয়েছে। এই ধারার লেখক হলেন সুবোধ ঘোষ, তাঁর ‘চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ’ গল্পে দেখা যায় মুসলিম শক্তির কাছে পরাজিত হয় মারাঠা গোষ্ঠী। আবার মুসলিম শক্তিকে পরাজিত করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। তখন ইংরেজ মিশনারীর দল নিম্নশ্রেণি মানুষের ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করতে থাকে। আদিবাসী সমাজের সামাজিক ও ধার্মিক পতন ও প্রতিবাদের

নিদর্শন ‘চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ’। এই গল্পে ধর্মান্তরিত চিরকি মুর্মুর জীবনে সুখ-আনন্দের আড়ালে স্টীফানের সংগ্রাম ও সংকট গভীরভাবে প্রতীয়মান।

প্রকৃতি চেতনা ও মানব চেতনার গভীর অনুভূতি নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প ও শিল্পজগৎ। চেনা জগতের আখ্যান নয়, বরং দূর বিস্তৃত অঞ্চলের নির্জন স্নিগ্ধ পরিবেশের মানুষ ও প্রকৃতির প্রবহমানতায় তিনি ভারতবর্ষকে নতুন করে অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর ‘শিকারী’ ও ‘কালচিতি’ গল্পে সেই প্রান্তিক ভারতের ছবি উঠে এসেছে। ‘কালচিতি’ গল্পে কালচিতি গ্রাম যেতে যেতে মুগ্ধময় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে গল্পকার সাঁওতাল গ্রামগুলি অন্বেষণ করেছেন। কালচিতি গ্রামের মানুষদের পোষাক-পরিচ্ছদ ও খাদ্যাভ্যাসে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। তাঁর ‘শিকারী’ গল্প ভিন্ন ধরনের, যেখানে নিম্নশ্রেণির মানুষ অত্যাচারিত হয় ক্ষমতাবান মানুষের কাছে। সেখানে মানুষের প্রাণ মূল্যহীন। মাগনিরাম নিজের বাবাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেই মারা যায় মাদী হাতির আঘাতে। মাগনিরামের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে গল্পের অন্তিমে।

কথাসাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীর ‘লাটুয়া ওঝার কাহিনী’(১৯৫২) গল্পে সাঁওতালদের বিশ্বাস- অবিশ্বাসের জীবনধারা আখ্যায়িত হয়েছে। অন্ধ বৃদ্ধ লাটুয়া ওঝার ঝাঁড়ফুক ওষুধ খাটে না, মানুষ সুস্থ হয় না। তবুও অর্থাভাবের কারণে লাটুয়া ওঝা অন্ধ বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে থাকে। অথচ বৃদ্ধ লাটুয়ার কন্যা আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। গল্পকার প্রাচীন ওঝা-গিরির পরিবর্তে আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর ‘রেবেকা সোরেনের কবর’ গল্পে সাঁওতাল মেয়ের ওপর ইংরেজদের লোভ ও লালসার ছবি ফুটে উঠেছে। সেই সঙ্গে এই গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে সাঁওতাল নারীর করুণ কাহিনি। প্রেম ভালোবাসার জন্যে সমাজের মান-সম্মানের গুরুত্বকে অস্বীকার করার সাহসিকতা যেমন ভাবে বর্ণিত, তেমনভাবেই নিচুজাতির নারী ভিন্ন সমাজে একা ও অসহায়তার পরিচয়ও মেলে। গল্পের প্রথম পর্বে প্রেম ও সাঁওতাল

সমাজ। কিন্তু গল্পের দ্বিতীয় পর্ব সমাজকেন্দ্রিক নয়, একেবারে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। রূপমতী যাকে নিয়ে খুব গর্ব করে, যাকে নিয়ে এত অহংকার করে, সেই ম্যাকুসাহেব তাকে ছেড়ে চলে যায়। রূপমতী তার স্বামীর আশায় দিন কাটাতে থাকে, কিন্তু কোনো মতেই তার স্বামী ফিরে আসেনি। শেষ পর্যন্ত রূপমতী পাগল হয়ে মারা যায়। তার মৃত্যুতে সাঁওতাল সমাজে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। রূপমতীর কবর দেওয়া হয় 'খ্রিস্টান ধর্ম' অনুসারে। এই গল্পের শেষে আর এক ট্র্যাজেডি দেখা যায়। লালোয়া রূপমতীকে মনে প্রাণে ভালোবাসত। তার ভালোবাসার মানুষকে পায়নি, তাই সে প্রতিদিন সন্ধ্যায় কবরের পাশে বসে থাকত। তার চোখ থেকে জল ঝরে পড়ত কবরের মাটিতে। মাটির প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে চলে যেত লালোয়া। গল্পকার ইংরেজের প্রেমের বদলে লালোয়ার প্রেমকে মর্যাদা দিয়েছেন।

বাস্তব ও মিথের পরম্পরা ঘুরে ফিরে এসেছে তাঁর 'ঝুমরা বিবির মেলা' গল্পে। ঝুমরা বিবির ডাইনি ইতিহাস বহু বছর ধরে লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে গ্রামে-গঞ্জে। সাঁওতাল সমাজের অন্ধ বিশ্বাস নিয়েই ঝুমরা বিবির মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সাঁওতালদের জীবনে বোঙা আর ডাইনিই সত্য। শুধুমাত্র অন্ধবিশ্বাস নিয়েই গল্প লেখেননি রমাপদ চৌধুরী, তিনি 'নারীরত্ন' গল্পে দেখিয়েছেন সাঁওতাল মেয়ের মানসিকতার বিবর্তন ও প্রবৃত্তের উচ্ছ্বাস। গল্পকার সাঁওতালদের সংগ্রাম কিংবা বিদ্রোহের প্রসঙ্গ তুলে আনেননি, বরং প্রকৃতির কোলে অবস্থিত সাঁওতালদের সুখ-দুঃখের কাহিনি ছোটো ছোটো গল্পে সাজিয়েছেন। রমাপদ চৌধুরীর গল্পে আদিবাসী জীবনের বাস্তব ঘটনার সঙ্গে প্রাচীন বিশ্বাস ও ঐতিহ্য মিশে রয়েছে। ছোটগল্পের বিন্যাস অনুসারে লেখকের অনুভব ও দক্ষতার পরিচয় অসাধারণভাবে ফুটে উঠেছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'কমল মাঝির গল্প' গল্পে একদিকে সাঁওতালদের আদি বিশ্বাসকে যেমন করে তুলে ধরেছেন তেমনি বিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে সেই সমস্ত বিশ্বাস ও পরম্পরা ভাঙ্গনের চিত্রও তুলে ধরেছেন। সাঁওতাল সমাজের কাঠামো ও তার সাংগঠনিক বিচার

ব্যবস্থার পরম্পরা যুগ যুগ ধরে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই পরম্পরা বিংশ শতাব্দীতে ধ্বংসের মুখে। পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার বহু পরে যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হয়, হিরোশিমা-নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা ফাটে, চিনে গৃহযুদ্ধ লাগে, কোরিয়ার উত্তর-দক্ষিণে লড়াই হয়, তখন ভারতবর্ষের মানুষ স্বাধীনতা লাভের জন্যে সংগ্রাম করছে। সেই সময়ে দুর্ভিক্ষ-অনাহারে বহু মানুষ মারা যায়। ঠিক সেই সময়ই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কমল মাঝির সঙ্গে দেখা করতে যান। সাঁওতাল জাতির সম্পর্কে তার নতুন ধারণা হয়, সাঁওতালরা যেমন সহজ সরল তেমনি তারা রাগী জাত। তারা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে। কমল মাঝির শিষ্য সোনা মাঝি, গ্রামের মুখ্য মোড়ল। সে তার গুরুদেব কমল মাঝিকে অস্বীকার করে। বুড়ো কমল মাঝির ভীষণ রাগ ও জেদ, কারণ সোনা মাঝি তাকে উপযুক্ত সম্মান দেয়নি। এই গল্পে গ্রাম পরিচালনার গঠনগত দিক যেমনভাবে উঠে এসেছে, তেমনই সাঁওতাল সমাজের আদিপ্রথা, রীতিনীতি ও সংস্কৃতি সংকটের ছবিও গল্পে উপস্থিত।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'একটি প্রেমের গল্প' গল্পে রয়েছে সাঁওতাল পুরুষের সঙ্গে সাঁওতাল নারীর প্রেম। রোমান্টিকভাবেই বুধন ও ফুলমণির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত বুধন ও ফুলমণির প্রেম ট্র্যাজেডিরূপে পরিণত হয়। তাদের সাংসারিক জীবনের জটিল সমস্যাগুলি সমাধান করতে পারেনি সমকালীন রাজনীতির নেতারাও। ১৯৫৬ সালে গল্পকথকের ভাই কংগ্রেসি লিডার ছিলেন। তবুও সাঁওতাল সমাজের বিচার পদ্ধতি ফুলমণি ও বুধনের সম্পর্কের জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারেনি বলেই ঘটনার স্থানকাল আদালতে স্থানান্তরিত হয়। প্রেমের সারবস্তুতে রাজনীতির ছোঁয়া আছে কিন্তু রাজনীতি প্রেমের কাহিনিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেমের মধ্যে সমাজ ও রাজনীতির উপরে ব্যক্তির মানসিক চেতনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘শিলাসন’ গল্পে আদিম বিশ্বাস-সংস্কার ও অলৌকিক সাধনার সঙ্গে আধুনিক বাস্তববোধ একাত্ম হয়েছে। গল্পে সমকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থাকলেও গল্পের মূলে আছে আদিবাসী জীবনের বিশ্বাস ও সংস্কার। একদিকে ভারতের প্রাচীনত্বের কথা, অন্যদিকে আধুনিক ভারতের কথা। প্রাচীন সোমনাথ মন্দির পুনর্গঠনের বিপরীতে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের নতুন ভারত।

এই গল্পে আধুনিক যুগে আর্য-অনার্য ভেদাভেদের যুক্তি খুব স্পষ্ট হলেও সভ্য সমাজ অনার্যদের স্বতন্ত্র ধারাতে বিশ্লেষণ করে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সভ্য-অসভ্য, সংস্কারাচ্ছন্ন-সংস্কারমুক্ত, বিশ্বাসবাদী-বুদ্ধিবাদী- দুটি বিশেষ ধারা তৈরি হয়েছে। সভ্য-অসভ্যের প্রতীক চরিত্র কাঁদন, শুধু তাই নয়, এই গল্পে কাঁদন চরিত্রে আন্দোলন ও সন্ত্রাসের ছায়া দেখা যায়। সন্ত্রাসবাদী চিন্তা ভাবনায় কাঁদন চরিত্র নির্মিত হয়েছে।

লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী তাঁর ‘অগ্নিগর্ভ’ গল্পগ্রন্থে প্রকাশিত চারটি বিশেষ গল্পের নাম হলো ‘অপারেশন? বসাই টুডু’, ‘দ্রৌপদী’, ‘জল’, ‘এম. ডব্লু বনাম লখিন্দ’। ‘অপারেশন? বসাই টুডু’ গল্পে লেখিকা শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীর কথা বলেননি, বরং এই গল্পে একটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে সমগ্র ভারতের আদিবাসী মানুষের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। আদিবাসী হয়ে জন্মালে বঞ্চনাবোধ থেকেই জন্মায় তার শরীফ উচ্চ শ্রেণির মানুষ বুঝতে পারে না অথচ কৃষ্ণ ভারতের কৃষ্ণ আদিবাসী হচ্ছে প্রথম সন্তান। তারপর ভারতবর্ষে একের পর এক জাতি প্রবেশ করেছে। আদিবাসীদের যে সমস্ত জমি জায়গা ছিল, সেইগুলি অ-আদিবাসীদের দ্বারা পরিচালিত। দীর্ঘ বছর থেকে আদিবাসীরা সকল শাসনব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত।[১২] সত্তর দশকের রাজনীতিতে অ-আদিবাসীদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে আদিবাসী মানুষ। রাজনীতির জন্য মানুষ নয়, বেঁচে থাকার জন্য রাজনীতির একমাত্র লক্ষ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। একথা সত্তর দশকে সর্বাংশে সত্য নয়। আসলে সত্তর দশকের নকশালবাড়ি

আন্দোলনের চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গি যেভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, তার সত্য ঘটনা অবলম্বনে মহাশ্বেতা দেবীর লেখনী চোখে আঙুল দেখিয়ে নির্দেশ দেয় নিপীড়িত মানুষের বীরত্বের কাহিনি।

কথাসাহিত্যিক নলিনী বেরা বহু ছোট ছোট গল্পে সাঁওতাল সমাজের সুখ দুঃখের কাহিনি সাজিয়েছেন। তাঁর 'ঝাঁটার কাঠি' গল্পে সুনির জীবনের উত্থান-পতনের ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। সুনির সুন্দর জীবন কীভাবে ধংস হয়ে যায়- তারই বিবরণ এই গল্পে বর্ণিত হয়েছে। সুনি সাঁওতাল সারাদিন গান নিয়ে মেতে থাকে, আনন্দে তার জীবন অতিবাহিত হয়। কিন্তু সমাজের অন্ধ-বিশ্বাসের কাছে সুনির জীবন ছন্নছাড়া হয়ে যায়। সুনির বিবাহিত জীবন বেশিদিন থাকেনি। রাবণ, তার মা ও ময়ূরভঞ্জের চিতুসোল গ্রামের মাতব্বর উসকানিতে সুনি সাঁওতালের গায়ে ঝাঁঠার কাঠি মারে। ঝাঁঠার বাড়ি খেয়ে সুনির মর্মান্তিক অবস্থা হয়ে ওঠে। সুনির চোখে ঝাটার কাঠি খুচিয়ে দিয়েছে গ্রামের লোক। চিকিৎসার জন্যে সুনি কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি হয়। যে হাসপাতালের ডাক্তার ছিলেন গল্প-কথক, তারই চিকিৎসাতে সুনি সুস্থ হয়ে উঠে। এখানে গল্পকার সাঁওতাল নারীর অসহায়কে সার্থকভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

তাঁর 'খোরপোষ' গল্পের শুরুতেই সাঁওতালি গানের মধ্যে বিভিন্ন শাক ও গাছগাছালির নাম পাওয়া যায়। আমাদের চারেপাশে বহু ধরনের শাক ও গাছ রয়েছে, যা আসলে সাঁওতালরা তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকে। হিড়মিচা, ঘলঘসি, আঁটারি, চরচু, ডকা, শাল, পিয়াশাল, কেঁদ্, ভাদু, ভুড়রু, কইম, বাদাম, ভাদভেলা, কদম, গুটিমন, দুধিয়া, কুড়চি, সোনালি, জাড়া, জারুল, পড়াশ, পাকুড় প্রভৃতি গাছগাছালির সঙ্গে অরণ্য জীবন জীবন্ত হয়ে উঠেছে এখানে। হরেক রকম গাছের নামের সঙ্গে সাঁওতাল মানুষের নামের মিলও পাওয়া যায় যেন। বিশেষ করে রাইবু, চামটু, গুড়গুড়িয়া, সামাই, সোমবারি, ঢালো, খেক্‌রে, কুলাই, ছোট্রাই, পিথো, কাঁদুরা, পিলচু, পিতাম, গুরা, বড়কাই, সুনি, ভুসকি, ধনু, গুরভা ইত্যাদি গাছের নামের মতোই ব্যক্তি মানুষের নামকরণও দেওয়া হয় সাঁওতাল সমাজে। বস্তুত প্রকৃতির সঙ্গে

সমাজের মেলবন্ধন আদিম যুগ থেকেই। তবে এই গল্পে সনাতন টুডুর করুণ অবস্থা চিত্রিত হয়েছে।

'ঝরাপালকের জাদু' গল্পটির কথক চরিত্রে স্বয়ং লেখক। আর গল্পের প্রধান ও অন্যতম চরিত্র বুধন মুর্মু। গল্পে তার জীবনচিত্র ও বাড়ির বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। এই গল্পে সাঁওতালি লোককাহিনির বৃত্তান্তে ব্রাহ্মণদের জাতপাত বর্ণনাও উঠে এসেছে। গল্পে নিম্নশ্রেণি মানুষের গল্পকথাতে উচ্চশ্রেণি মানুষের নানা কার্যকলাপ ধরা পড়েছে।

'ঘবা, তিহা-র গল্প'– গল্পে গ্রামের শিক্ষিত ছেলে বিশ্বেশ্বরের দৃষ্টিতে সাঁওতাল জীবনের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এই গল্পে বিশ্বেশ্বরের দ্বন্দ্ব বার বার ধরা দিয়েছে। এ যেন নিজের চরিত্রের সঙ্গে নিজেরই দ্বন্দ্ব। সাঁওতাল সমাজকে সে উপেক্ষা করতে পারে না, আবার গ্রহণও করতে পারে না। এই দ্বন্দ্বের মূলে রয়েছে তাঁর পিতার সঙ্গে সাঁওতাল সমাজের লড়াই। সে গ্রামের সমস্যাকে উপেক্ষা করে শহর কলকাতাতে বহু দিন থেকেছে। কলকাতার মধ্যবিত্ত বাঙালির মতোই বিশ্বেশ্বর গ্রামের জটিল সমস্যা থেকে দূরে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে গ্রামে ফিরে যেতে হয়। আবারও তাকে মিশতে হয় সাঁওতাল জনজাতির সঙ্গে।

সাহিত্যিক সৈকত রক্ষিত সাঁওতাল সমাজের অন্ধবিশ্বাসকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে আলোকপাত করেছেন। তাঁর 'যশোমণি মুর্মু'- গল্পের মধ্যে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ-এর চিন্তার বিবর্তন লিপিবদ্ধ হয়েছে। গল্পের প্রধান চরিত্র যশোমণি মুর্মু, আদিবাসী জীবনের প্রতি তার আক্ষেপ রয়ে যায় জীবনের অন্তিম মুহূর্তে। যশোমণি বেঁচে থাকতে চায় না, আদিবাসী জীবন তার সহ্য হয় না। জঙ্গলমহলে বেঁচে থাকার অর্থ হলো নিরন্তর ঘাস-কাটা। মাথায় ভারি বোঝা বহন করা, ঘাসকে পাকিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া জীবনের অর্থ নেই। অর্থহীন জীবনে মৃত্যুর চিন্তা যশোমণিকে গ্রাস করেছে। মারাংবুরুর নাম করে সে হাতজোড় করে মরতে চায়। গভীর

শূন্যতার মধ্যে যশোমণি স্তব্ধ হয়ে থাকে। সৈকত রক্ষিত যশোমণি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে সাঁওতাল সমাজের অপরিবর্তনীয় বাস্তবতাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

সৈকত রক্ষিতের 'মাড়াই কল' গল্পে আদিবাসী মানুষের যন্ত্রণা, বেদনা, কষ্টের অনুভব পরিব্যপ্ত হয়েছে। পুরুলিয়া-বাঁকুড়া-মেদিনীপুর-টাটা ও চাণ্ডিল অঞ্চলের গ্রামগুলিতে আখের চাষ হয়, গুড়ের ব্যবসা করে মহাজনরা। গল্পের অন্যতম চরিত্র চেপুলাল, তার মতো মেহনতি মানুষ মহাজনদের কাছে কাজ করে চলেছে অনন্তকাল ধরে।

তাঁর 'ছল' গল্পে ডাইনি বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে রামলাল চরিত্র নিজস্ব প্রবৃত্তি-বাসনা পূরণ করেছে। কারণ রামলালের দীর্ঘ দিনের গোপন ইচ্ছা ছিল, গোপন চাওয়া ছিল কালিন্দীকে নিয়ে। গল্পকার সাঁওতালদের কুসংস্কারের আড়ালে মানুষের প্রবৃত্তিকে তুলে ধরেছেন। 'রাঙা মাটি' গল্প ডাইনি বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে রচিত সৈকত রক্ষিতের অন্যতম গল্প। সাধারণত ডাইনি বিদ্যার মূলে ওঝার গুরুত্ব সর্বাধিক। আর সাঁওতাল সমাজে ওঝার স্থান ভগবান তুল্য। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বনমালী। গ্রামের মানুষ তার স্ত্রীকে ডাইনি হিসাবে চিহ্নিত করে। বাধ্য হয়ে অন্ধকারের রাতে কালী ও বনমালী পরিকল্পনা করে গ্রাম থেকে সঞ্চারিণীকে নিয়ে পালিয়ে যায়। তারা পালিয়ে যায় ভিন্ন গ্রামে অথবা পাহাড়তলির কোনো নিরূপদ্রুব গাছের তলায়। যেখানে, সরীসৃপের মতো বিষধর মানুষ নেই।

'ডাইনী' বিশ্বাসের জন্যে ওঝা ডাকা, সখা-ঘর যাওয়া, ধূলা-উড়ানির হেরাফেরি বাবদ চাল-চিঁড়ায় টাকা পয়সা খরচা হয়। এই জরিমানার পিছনে শিক্ষাহীন গোঁড়া ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীরা জানে না, বোঝে না। গ্রামের মানুষ আইনগত নিরাপত্তার ব্যাপারে চিন্তিত নয়। তাদের সমাজে মুষ্টিমেয় মানুষের স্বার্থে এক প্রশাসন কায়েম করে রেখেছে। সেখানে বনমালীর মতো নিরীহ ও দুর্বল লোকের বউ ডাইনি সাব্যস্ত হয়। তাদের ওপর অত্যাচার হয়। কুসংস্কারকে বাঁচিয়ে রেখে অর্থনৈতিক শোষণ ও জুলুম চলে। কুসংস্কারের বিরোধিতা করলেই ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া হয়।

উপসংহার:

স্বাধীনতা উত্তরকালে সাঁওতালদের রীতিনীতি, আচার-আচরণ, আইন-কানুন, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, পুরাণ কাহিনি, লোক কাহিনি, ইতিহাস, লড়াই, সংগ্রাম-সর্বোপরি সাঁওতাল সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বাংলা কথাসাহিত্যে ফুটে উঠেছে, এই বিষয়ে কথাসাহিত্যিকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলা কথাসাহিত্যিকগণ দরিদ্র, অসহায়, বঞ্চিত ও শোষিত সাঁওতালদের প্রতি প্রবল সহানুভূতি দেখানোর প্রয়োজন বোধ করেছেন। সামাজিকবোধ ও দায়বদ্ধতা থেকে বহু লেখকের পর্যালোচনায় সাঁওতালদের অস্তিস্ত্ব ও জীবন সত্যের উত্তরণ ঘটেছে। বাংলা কথাসাহিত্যে দরিদ্রগ্রস্ত মানুষের জটিলতা ও অর্থান্বেষণের ব্যাকুলতায় শুভবোধের অকুন্ঠ নির্মম হাহাকারে পরিণত হয়েছে। মাটি ঘেষা সাঁওতাল জীবনের শূন্যতা, যন্ত্রণা ও অবক্ষয়ী সময়ের অন্তঃস্বরূপ সংগ্রাম সহজেই লক্ষ্মণীয়। সাঁওতালদের জীবন বৃত্তান্তে সচেতন ইতিহাসচর্চার তাৎপর্যে জনগণের সংগ্রামী সংকল্প ও সংঘটিত বিপ্লব সত্ত্বা বিস্তৃতরূপে উৎঘাটিত হয়েছে। বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে সাঁওতাল জীবনকে কেন্দ্র করে বাঙালি লেখকদের ক্রমাগত চিন্তাধারাগুলি উজ্জ্বলরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সাঁওতাল জীবনকেন্দ্রিক বাংলা কথাসাহিত্যের দিগন্ত হয়ে উঠেছে যুগপৎ প্রসারিত ও বৈচিত্র্যময়।

তথ্যসূত্র:

১। অধিকারী, টুটু *নতুন চেতনার জমি,* পুলকেশ মণ্ডল, জয়া মিত্র(সম্পা.), সেই দশক, পাবলিকেশন- প্যাপিরাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪, পৃষ্ঠা- ১৮

২। মুখোপাধ্যায়, অমলকুমার, *বাঙালি রাজনীতির পঞ্চাশ বছর,* এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ১০১

৩। সেন, গৌতম, *সত্তর দশকের রাজনীতি,* অনিল আচার্য(সম্পা.), সত্তর দশক(প্রথম খণ্ড), পাবলিকেশন- অনুষ্টুপ, কলকাতা, সংস্করণ জুন ২০১৪, পৃষ্ঠা- ১৩৮

৪। মুখোপাধ্যায়, অমলকুমার, *বাঙালি রাজনীতির পঞ্চাশ বছর,* এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ১১১

৫। বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ,* বাস্কে পাবলিকেশন, ষষ্ঠ প্রকাশ ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১০

৬। জব্বার, আব্দুল, *মাতালের হাট,* গ্রন্থতীর্থ, কলকাতা, প্রথম গ্রন্থতীর্থ সংস্করণ নভেম্বর ১৯৯৫, পৃষ্ঠা- ৫

৭। গুপ্ত, অজয় (সম্পা.), দেবী, মহাশ্বেতা, *গল্পসমগ্র (*দ্বিতীয় খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১২, পৃষ্ঠা- ৪৭৯

৮। চক্রবর্তী, মানব, *ঝাড়খণ্ড ও তুতুরির স্বপ্ন,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৯৯৪, পৃষ্ঠা- ৯

৯। ঘটক, শ্রীকালীপদ, *অরণ্য-কুহেলী,* পূর্ণবঙ্গ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম মুদ্রণ মহালয়া ১৯৪৯, পৃষ্ঠা- ভূমিকা

১০। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, *অরণ্যের দিনরাত্রি,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৮, পৃষ্ঠা- ৯৬-৯৭

১১। সেন, অভিজিৎ, *রহু চণ্ডালের হাড়,* জে এন চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং, কলকাতা, পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৪, পৃষ্ঠা- ৪২

১২। গুপ্ত, অজয় (সম্পা), দেবী, মহাশ্বেতা, *গল্পসমগ্র,* দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১২, পৃষ্ঠা- ভূমিকা

আকর গ্রন্থ:

গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, *অরণ্যের দিনরাত্রি,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৮

গুপ্ত, অজয় (সম্পা), দেবী, মহাশ্বেতা, *গল্পসমগ্র,* প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০১৪

গুপ্ত, অজয় (সম্পা), দেবী, মহাশ্বেতা, *গল্পসমগ্র,* দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১২

গুপ্ত, অজয় (সম্পা), দেবী, মহাশ্বেতা, *গল্পসমগ্র,* তৃতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৪

গুপ্ত, অজয় (সম্পা), দেবী, মহাশ্বেতা, *রচনা সমগ্র,* একাদশ খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৪

গুপ্ত, অজয় (সম্পা), দেবী, মহাশ্বেতা, *রচনা সমগ্র,* দশম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কলকাতা পুস্তকমেলা ২০০৩

গুপ্ত, অজয় (সম্পা), দেবী, মহাশ্বেতা, *রচনা সমগ্র,* ঊনবিংশ খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০৭

ঘটক, শ্রীকালীপদ, অরণ্য-কুহেলী, পূর্ণবঙ্গ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম মুদ্রণ মহালয়া, ১৯৪৯

চক্রবর্তী, মানব, *ঝাড়খণ্ড ও তুতুরির স্বপ্ন,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৯৯৪

চৌধুরী, রমাপদ, *গল্পসমগ্র,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৪

জব্বার, আব্দুল, *মাতালের হাট,* গ্রন্থতীর্থ, কলকাতা, প্রথম গ্রন্থতীর্থ সংস্করণ নভেম্বর ১৯৯৫

দেবী, মহাশ্বেতা, *সিধু কানুর ডাকে,* করুণা প্রকাশণী, কলকাতা, প্রথম করুণা সংস্করণ ২০০১

দেবী, মহাশ্বেতা, *শালগিরার ডাকে,* করুণা প্রকাশণী, কলকাতা, প্রথম করুণা সংস্করণ ২০০১

বেরা, নলিনী, *দুই ভুবন,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৪

বেরা, নলিনী, *শাল মহুলের প্রেম,* মর্ডান কলাম, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মাঘ ২০১০

বেরা, নলিনী, *সেরা পঞ্চাশটি গল্প,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- বৈশাখ ২০১৫

বন্দ্যোপাধায়, শ্রীতারাদাস, রায়, সবিতেন্দ্রনাথ, ও চক্রবর্তী, মণীশ (সম্পা.), বন্দ্যোপাধায়, বিভূতিভূষণ, *গল্পসমগ্র,* দ্বিতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, নবম মুদ্রণ ২০১৪

বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *দ্বৈরথ,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৪

বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *মহুলবনীর সেরেঞ,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কলিকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি ১৯৯৫

ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পা), ঘোষ, সুবোধ, *শ্রেষ্ঠ গল্প,* প্রকাশ ভবন, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ জৈষ্ঠ্য ১৯৪৯

ভট্টাচার্য, জগদীশ (সম্পা.), বন্দ্যোপাধায়, তারাশঙ্কর, *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ,* তৃতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, একাদশ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৪

মিত্র, গজেন্দ্রকুমার, ঘোষ, সুমথনাথ, ও বন্দ্যোপাধায়, সনৎকুমার (সম্পা.), বন্দ্যোপাধায়, তারাশঙ্কর, *তারাশঙ্কর রচনাবলী,* ষোড়শ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৯৭৮

মিত্র, গজেন্দ্রকুমার, ঘোষ, সুমথনাথ, ও বন্দ্যোপাধায়, সনৎকুমার (সম্পা.), বন্দ্যোপাধায়, তারাশঙ্কর, *তারাশঙ্কর রচনাবলী, অষ্টাদশ* খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৯৮০

মিশ্র, ভগীরথ, *জানগুরু,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কলিকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি ১৯৯৫

মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ, *পঞ্চতপা,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ ফাল্গুন ১৯৬১

রক্ষিত, সৈকত, *উত্তরকথা,* পারুল, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০১৫

সেন, অভিজিৎ, *রহু চণ্ডালের হাড়,* জে এন চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং, কলকাতা, পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৪

সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা, *তৃণভূমি,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৬

সহায়ক গ্রন্থ: বাংলা

আচার্য, অনিল (সম্পা.), *সত্তর দশক,* প্রথম খণ্ড, অনুষ্টুপ, কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ডিসেম্বর ২০১৪

আচার্য, অনিল (সম্পা.), *সত্তর দশক,* দ্বিতীয় খণ্ড, অনুষ্টুপ, কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ডিসেম্বর ২০০৯

আজাদ, আনোয়ার (সম্পা.), *আদিবাসীর বিবর্ণ আলাপ,* উৎস প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ অমর একুশে বইমেলা ২০১৪

আজাদ, সালাম, *আদিবাসীদের ভাষা প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ ও ভারত,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম করুণা প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৭

ইসলাম তরু, ড. মাযহারুল, *বাংলাদেশের আদিবাসী সংস্কৃতি,* কথাপ্রকাশ, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

উমর, বদরুদ্দীন, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলাদেশের কৃষক,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, সপ্তম মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৩

কর, ধীরেন্দ্রনাথ, *রাঢ় বাঁকুড়ার লোকভাষা ও লোকশব্দাবলী,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০১৮

খোকন, সালেক, *আদিবাসী পুরাণ,* জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৭

গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, *সাহিত্যে ছোটগল্প,* মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ ১৮২৩

গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, *বাংলা গল্প বিচিত্রা,* প্রকাশ ভবন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৪

ঘোষ, ঋষিপ্রতিম, *তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ২০১২

ঘোষ, দীপঙ্কর, *আদিবাসী শিকার সংস্কৃতি,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৯

ঘোষ, দীপঙ্কর (সংকলন ও সম্পা.), *বাংলা সাময়িকপত্রে আদিবাসী কথা,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০5

ঘোষ, প্রদ্যোত, *বাংলার জনজাতি (প্রথম খণ্ড),* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৭

ঘোষ, প্রদ্যোত, *বাংলার জনজাতি (দ্বিতীয় খণ্ড),* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৮

ঘোষ, বারিদবরণ (সম্পা.), মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ, *সুনির্বাচিত কয়লাকুঠি গল্পসংগ্রহ,* নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ মার্চ ২০১০

ঘোষ, বিনয়, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা ১৮০০-১৯০০,* প্রকাশ ভবন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৮

ঘোষ, সুবোধ, *ভারতের আদিবাসী,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ মার্চ ২০১৮

চট্টোপাধ্যায়, অসীম (সম্পা.), *গ্রাম বাংলার ইতিকথা (ডাবলিউ ডাবলিউ হান্টার),* সুবর্ণরেখা, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৮

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম, *বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ,* প্রবন্ধ খণ্ড, সাক্ষরতা প্রকাশন, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৭৯

চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, *ইতিহাসের উত্তরাধিকার,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ জুন ২০১৭

চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, *বাংলা সাহিত্য পরিচয়,* তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ মার্চ ২০০৯

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, *সাংস্কৃতিকী,* প্রথম খণ্ড, বাক-সাহিত্য, প্রথম সংস্করণ চৈত্র ১৯৬০

চৌধুরী, অরুণ, *আদিবাসী জীবন ও সংগ্রাম,* গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০১৩

চৌধুরী, অরুণ (সম্পা.), দত্ত, লোকনাথ, *সাঁওতালকাহিনী (বনবীর-গাথা),* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৮

চৌধুরী, কমল (সংকলন), *জঙ্গলে জঙ্গলে,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ জুলাই ২০১৪

চৌধুরী, কমল (সম্পা.), *সাঁওতাল বিদ্রোহ সমাজ ও জীবন,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০১১

চৌধুরী, ভূদেব, ছোটগল্পের কথা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৯৪

চৌধুরী, ভূদেব, *বাংলাসাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার,* মর্ডান বুক এজেন্সি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬২

চৌধুরী, রমাপদ, *গদ্য সংগ্রহ,* এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মাঘ ২০১০

চৌধুরী, শম্পা, *রমাপদ চৌধুরীর কথাশিল্প,* এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১০

ত্রিপাঠী, অমলেশ, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭),* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৯০

টুডু, বুদ্ধেশ্বর, *সাঁওতাল স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস,* জ্ঞানপীঠ পাবলিকেশন, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৬

ঠাকুর, কিশলয়, *পথের কবি,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাভেট লিমিটেড, কলকাতা, দশম মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৬

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র রচনাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা মে ১৯৮২

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ),* দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৯৬১

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ),* ত্রয়োদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৯৬১

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *সাহিত্যের পথে* (সাহিত্যতত্ত্ব নিবন্ধ), বিশ্বভারতী, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৬৮

দত্ত, রাজদীপ ও বর্মন, স্বপন (সম্পা.), *বাংলা সাহিত্যে অবাঙালি চরিত্র,* দে পাবলিকেশন্‌স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০১৮

দাশ, উদয়চাঁদ, *আখ্যানের সম্প্রসারণ উনিশ শতক বিশ শতক,* প্রকাশনা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ২০০৯

দত্ত, বীরেন্দ্র, *বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫

দাশ, বুদ্ধদেব, *শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৩

দাশ, শিশিরকুমার, *বাংলা ছোটগল্প (১৮৭৩-১৯২৩),* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৩

দাশ, সুস্নাত, *অবিভক্ত বাঙলার কৃষক সংগ্রাম (তেভাগা আন্দোলনের আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত-পর্যালোচনা-পুনর্বিচার),* নক্ষত্র, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ আগস্ট ২০০৭

দাশগুপ্ত, অশীন, *প্রবন্ধ সমগ্র,* ইতিহাস ও সাহিত্য, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০১

দাশগুপ্ত, রাহুল, *উপন্যাসকোষ* (১৮২৫-২০১৫), প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৫

দাস, অমিতাভ, *আখ্যানতত্ত্ব,* ইন্দাস পাবলিশার্স অ্যান্ড দ্য বুকসেলার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ মার্চ ২০১৪

দাস, সহদেব, *অনিল ঘড়াই-এর উপন্যাসে প্রান্তজন,* অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৯

দাস, স্বপনকুমার, *আদিবাসী জগৎ প্রবন্ধ সংগ্রহ,* আদিবাসী সাহিত্য প্রকাশনী, বালী, দ্বিতীয় সংস্করণ ডিসেম্বর ২০১৭

দে, দেবশ্রী, *পূর্ব ভারতের আদিবাসী নারী বৃত্তান্ত ১৯৪৭- ২০১০,* সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ২০১২

দেবসেন, সুবোধ, *বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কলকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি ২০১০

দেবী, মহাশ্বেতা, *অরণ্যের অধিকার,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৯৭৭

দেবী, মহাশ্বেতা, *চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ কার্তিক ২০১১

দেবী, মহাশ্বেতা ও সাহা, পৃথ্বীশ (অনুবাদক), এল্যুইন, ভেরিয়ার, *আদিবাসী জগত,* সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লি, প্রথম প্রকাশ ২০০০

নিয়োগী, আশিস (সম্পা.), *স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষ: আকাঙ্ক্ষা আশঙ্কা সম্ভবনা,* জাতীয় গ্রন্থগার কর্মী সমিতি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৯৮

পলমল, অরূপ (সম্পা.), *কথাসাহিত্যিক সৈকত রক্ষিত,* ডাভ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ২০১৩

পালিত, চিত্তব্রত, *ঔপনিবেশিক বাংলার সমাজ চিত্র,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৭

পাল, রবিন, *উপন্যাস তত্ত্ব কিছু কথা,* এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৯

পাল, রবিন, *কথাসাহিত্যে চিত্রকল্প,* এবং মুশায়েরা, কলকাতা, এবং মুশায়েরা সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৪

পাল, রবিন, *কল্লোল কালিকলমের ছোটগল্প,* আশাদীপ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৪

পুরকাইত, উত্তম (সম্পা.), *রমাপদ চৌধুরী: বৈচিত্র ও অনুসন্ধান,* উজাগর প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৯

পুরকাইত, উত্তম (সম্পা.), *সুবোধ ঘোষ অযান্ত্রিক শিল্পী,* উজাগর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১

মাহাত, পশুপতি প্রসাদ, *ভারতের আদিবাসী ও দলিত সমাজ,* সুজন পাবলিকেশনস্, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫

বনফুল, *বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প,* সন্ধ্যা প্রকাশনী, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৬৪

বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন (সম্পা.), *সাঁওতালী কবিতা,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ২০১০

বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (এক অনালোচিত অধ্যায়),* পাঠক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা জানুয়ারি ২০১৪

বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, *তারাশঙ্কর রচনাবলী (দশম খণ্ড),* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৯৭৫

বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, *তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা (প্রথম খণ্ড),* নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ বৈশাখ ১৯৯১

বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, *তারাশঙ্কর রচনাবলী,* একবিংশ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৯৮৪

বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম, *উপন্যাস রাজনৈতিক,* র‍্যাডিক্যাল, কলকাতা ২০০৩

বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম, বিভূতিভূষণের কথাশিল্প, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মে ২০১১

বন্দোপাধ্যায়, পার্থসারথি (ভাষান্তর), চক্রবর্তী, দিগম্বর, *সাঁওতাল হুল- ১৮৫৫,* পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিয়ম, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৫

বন্দোপাধ্যায়, প্রসূন, *ভাষাত্মদর্শন,* ধ্যানবিন্দু, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৪

বন্দ্যোপাধায়, বিভূতিভূষণ, *আরণ্যক,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ষড়বিংশ মুদ্রণ আষাঢ় ২০১৫

বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *বিভূতি রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ),* পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৯৯৬

বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *বিভূতি রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ),* পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৯৯৬

বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *বিভূতি রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ),* ষষ্ঠ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৯৯৬

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র (প্রথম খণ্ড),* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮

মানিক, বন্দ্যোপাধ্যায়, *মানিক গ্রন্থাবলী (দ্বাদশ খণ্ড),* গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৫

মানিক, বন্দ্যোপাধ্যায়, *মানিক গ্রন্থাবলী (ত্রয়োদশ খণ্ড),* গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৮৬

মানিক, বন্দ্যোপাধ্যায়, *সেরা মানিক,* মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কলিকাতা পুস্তক মেলা মাঘ ১৯৯২

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,* মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৪৭

বন্দোপাধ্যায়, শেখর, *ধিমাল,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০০৪

বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, *পলাশি থেকে পার্টিশন আধুনিক ভারতের ইতিহাস,* ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৭

বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ জানুয়ারি ২০১২

বন্দোপাধ্যায়, সন্দীপ, *গ্রামবাঙলার গঠন ও ইতিহাস,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০১১

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমহান, *প্রসঙ্গ আদিবাসী,* অফবিট পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ আগস্ট ২০১৪

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমহান, *সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান,* পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০১০

বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমা (অনুবাদ), *গঠনবাদ, উত্তর- গঠনবাদ এবং প্রাচ্য কাব্যতত্ত্ব,* সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৩

বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমবন্ত, *গল্প নিয়ে উপন্যাস নিয়ে,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৫

বসু, দেবকুমার, *কল্লোল গোষ্ঠীর কথাসাহিত্য,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮০

বাগ, গীতা, *বীরভূমের সাঁওতালি জীবন-বৈচিত্র্য,* আশাদীপ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০১৮

বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *আদিবাসী রূপকথা,* শ্রীমতি রিংকি বাস্কে, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০০৯

বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *আদিবাসী সমাজ ও পালপার্বণ,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০১৭

ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ,* প্রথম খণ্ড, বাস্কে পাবলিকেশন, কলকাতা, ষষ্ঠ প্রকাশ আগস্ট ২০১৩

বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড),* বাস্কে পাবলিকেশন, কলকাতা, নবম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১৮

বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস,* বাস্কে পাবলিকেশন, কলকাতা, অষ্টম প্রকাশ মার্চ ২০১৩

বিশ্বাস, অচিন্ত্য, *বাংলা সাহিত্যে নিম্নবর্গের আখ্যান ও ব্যাখ্যান,* পূর্বালোক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৩

বিশ্বাস, কণিকা, *অনুসন্ধান মহাশ্বেতা,* এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০১২

বিশ্বাস, নীতিশ ও বিশ্বাস, মুকুলেশ (সম্পা.), *বঙ্গ সংস্কৃতি: সংহতির ঐতিহ্য,* ঐক্যতান গবেষণা সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৯৫

বিশ্বাস, সুকৃতিরঞ্জন, *প্রসঙ্গ দলিল মুক্তি আন্দোলন,* চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৫

বসু, প্রদীপ (সম্পা.), *মননে সৃজনে নকশালবাড়ী (বাঙালির সাংস্কৃতিক অনুসন্ধান)*, সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ আগস্ট ২০১২

ব্যানার্জী, অনিমেষ (সম্পা.), *পুরুলিয়া: ব্রাত্যজীবনের গল্পমালা,* অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০১৮

ভদ্র, গৌতম ও চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (সম্পা.), *নিম্নবর্গের ইতিহাস,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাভেট লিমিটেড, কলকাতা, নবম মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৮

ভৌমিক, তাপস (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গের কথ্য ভাষা,* কোরক, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৩

ভৌমিক, সুহৃদকুমার, *বঙ্গ-সংস্কৃতিতে আদিবাসী ঐতিহ্য,* মনফকিরা, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৩

ভৌমিক, সুহৃদকুমার (অনুবাদ, সংযোজন ও ভূমিকা), বোডিং, রেভাঃ পল ওলাভ, *সাঁওতালি ভাষার প্রাথমিক ব্যাকরণ,* মারাংবুরু প্রেস, পূর্ব মেদিনীপুর, প্রথম প্রকাশ ২০১১

ভৌমিক, ড. সুহৃদকুমার, *সাঁওতালি ভাষা চর্চার গুরুত্ব নির্ণয়,* স্মরণিকা সাঁওতালি ভাষার আন্তর্জাতিক সম্মেলন, মার্চ ২০০৫

ভট্টাচার্য, অমর, *নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রামাণ্য তথ্য সংকলন,* নয়া ইস্তাহার প্রকাশনী, কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ জানুয়ারি ২০০২

ভট্টাচার্য, জগদীশ, *আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী,* ভারবি, কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ ২০১৮

ভট্টাচার্য, তপোধীর, *কথার সময়: সময়ের কথা,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ২০১৩

ভট্টাচার্য, দেবীপদ, *উপন্যাসের কথা,* জি. এ. ই. পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ মে ১৯৬১

ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ, *ধর্ম ও সংস্কৃতি (প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট),* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাভেট লিমিটেড, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ মার্চ ২০১৮

ভট্টাচার্য, বীতশোক, *কথাজিজ্ঞাসা,* এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ পৌষ ২০০৩

ভট্টাচার্য, বীতশোক, *বাংলা উপন্যাস সমীক্ষা,* এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ পৌষ ২০০৬

ভট্টাচার্য, সুভাষ, *আধুনিক বাংলা প্রয়োগ অভিধান,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ আগস্ট ২০১৭

মজুমদার, দিব্যজ্যোতি, *আদিবাসী প্রেমের লোককথা,* এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১২

মজুমদার, দিব্যজ্যোতি, *আদিবাসী রূপকথা,* কৃতি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৪

মজুমদার, রমেশচন্দ্র, *বাংলাদেশের ইতিহাস,* (তৃতীয় খণ্ড, আধুনিক যুগ), জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৮১

মণ্ডল, দীনবন্ধু, *সত্তর উত্তর বাংলা উপন্যাসে অন্ত্যজ জীবন,* আশাদীপ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০১৫

মাহাত, দেবেন্দ্রনাথ, *জঙ্গলমহল, চুয়াড় বিদ্রোহ ও সমকালীন ভূমিব্যবস্থা,* সহজ পাঠ, হাওড়া, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৫

মাহাতো, পশুপতি প্রসাদ, *জঙ্গলমহল ও ঝাড়খণ্ডী লোকদর্শন,* পূর্বালোক পাবলিকেশন, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ জুলাই ২০১২

মাহাতো, ক্ষীরোদচন্দ্র, *মানভূমের আদিবাসী লোকদেবতা,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১১

মিত্র, শিবেন্দুশেখর, *সাঁওতাল সমাজ সংস্কৃতি ও সংগ্রাম,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৭

মিদ্দে, সুরঞ্জন (সম্পা.), *সাঁওতাল ও মিশনারি,* নান্দনিক, কলকাতা, প্রথম পাবলিকেশন জুন ২০১৮

মিশ্র, ভগীরথ, *সেরা ৫০টি গল্প,* দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১০

মিশ্র, ভগীরথ, *নির্বাচিত গল্প,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬

মুখোপাধ্যায়, অমলকুমার, *বাঙালি রাজনীতির পঞ্চাশ বছর,* এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯

মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, *বাংলা কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৪

মুখোপাধ্যায়, তরুণ, *কথাকার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৩

মুখোপাধ্যায়, সুব্রত, *জঙ্গলমহলের জনসংস্কৃতি,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৪

মুর্মু, বিমল, *সাঁওতালি ভাষা ও বিশ্বের ভাষা মানচিত্র,* আদিম পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০০৯

মৌলিক, সুমন কল্যাণ (ভাষান্তর), *নকশালবাড়ি থেকে লালগড় (একটি বহুমাত্রিক ক্রিটিক: ১৯৬৭-২০১২),* সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারী ২০১৩

রাজিব, রাহেল (সম্পা.), *রহু চণ্ডালের হাড় প্রাসঙ্গিক পাঠ,* কথাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০১৫

রাণা, সন্তোষ ও রাণা, কুমার, *পশ্চিমবঙ্গে দলিত ও আদিবাসী,* গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৮

রায়, অলোক, *বাংলা উপন্যাসের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি,* অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০০

রায়, অলোক (সম্পা.), *সাহিত্যকোষ কথাসাহিত্য,* সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৫

রায়, অরিন্দম, *আদিবাসী জীবনের আখ্যান ও আখ্যানে আদিবাসী জীবন,* এবং প্রান্তিক, বারাণসী, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০১৮

রায়, তারাপদ, *সাঁওতাল বিদ্রোহের রোজনামচা,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি ১৯৯৫

রায়, দেবেশ, *উপন্যাস নিয়ে,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ সেপ্টেম্বর ২০১৬

রায়, নীহাররঞ্জন, *কৃষ্টিকালচার সংস্কৃতি,* জিজ্ঞাসা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৮

রায়, সুপ্রকাশ, *তেভাগা সংগ্রাম,* র‍্যাডিক্যাল, কলকাতা, সংশোধিত দ্বিতীয় প্রকাশ জানুয়ারি ২০১১

শ', ড. রামেশ্বর, *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ ২০১২

শাস্ত্রী, শিবনাথ, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,* বারিদবরণ ঘোষ (সম্পা.), নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯০৪

সমাদ্দার, ভাস্বতী, *বাংলা উপন্যাসের পালাবদল (১৯৬৬-১৯৭৮),* পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪

সমাদ্দার, রণজিৎকুমার, *সাঁওতাল গণযুদ্ধ: সমকালীন সমাজ ও সাহিত্য,* প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯২

সরকার, পবিত্র, *লোক ভাষা সংস্কৃতি নন্দনতত্ত্ব,* চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট মিলিটেড, কলকাতা, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত চতুর্থ সংস্করণ এপ্রিল ২০১৪

সরকার মোহিনীমোহন, রায় রিপন (সম্পা.), *সতীনাথের সাহিত্য মননে ও সৃজনে,* পরম্পরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৭

সরকার, রেবতীমোহন, *নৃবিজ্ঞান প্রবেশিকা,* দ্বিতীয় খণ্ড, নলেজ হাউজ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০০

সরকার, সুমিত, *আধুনিক ভারত (১৮৮৫-১৯৪৭),* কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫

সরেন, সুন্দরী, *সাঁওতালী লোকসঙ্গীত,* সুশীল কুমার সরেন, হাওড়া, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১১

সাহা, চন্দনা, *আদিবাসী সংগীত পটভূমি মালদহ,* প্রথম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বুদ্ধ পূর্ণিমা ২০১৬

সেন, অঞ্জন ও বসু, প্রদীপ (সম্পা.), *জাতপাতের কথা: ভারতীয় সমাজ ও জাতপাতের সমস্যা,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০২০

সেন, দীনেশচন্দ্র, *বৃহৎবঙ্গ* (প্রথম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৩৫

সেন, রুশতী, *বিভূতিভূষণ: দ্বন্দ্বের বিন্যাস,* প্যাপিরাস, কলকাতা, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ কার্তিক ২০১৩

সেন, শুচিব্রত, *সত্তার সন্ধানে: বঙ্গসংস্কৃতি (আদিবাসীযাপন ও অন্যান্য),* আশাদীপ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০২০

সেনগুপ্ত, অমলেন্দু, *জোয়ারভাটায় ষাট-সত্তর,* পাল পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭

সেনগুপ্ত, বাঁধন, *শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়,* সাহিত্য আকাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৬

সোলাইমান, আবেদ ইবনে, *আদিবাসীদের জীবনধারা,* রিদম প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০১৯

সুর, ড. অতুল, *ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়,* সাহিত্য লোক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৮৮

হালদার, গোপাল, *বাংলা বাংলা সাহিত্যের রূপ-রেখা* (দ্বিতীয় খণ্ড), অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৭

হেমব্রম, বাদল, *শারদীয়া আদিবাসী জগত প্রবন্ধ সমগ্র ২০০১- ২০০৩,* আদিবাসী সাহিত্য প্রকাশনী, হাওড়া, প্রকাশকাল জুলাই ২০১৪

হেমব্রম, পরিমল, *আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা,* আদিবাসী সাহিত্য প্রকাশনী, হাওড়া, প্রথম প্রকাশ ২০১৮

হেমব্রম, পরিমল, *সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবীতে সাঁওতালি ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস,* আদিবাসী সাহিত্য প্রকাশনী, হাওড়া, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৭

হেমব্রম, পরিমল, *সাঁওতালি ভাষা চর্চা ও বিকাশের ইতিবৃত্ত,* নির্মল বুক এজেন্সি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১০

হোতা, দিব্যেন্দু (সম্পা.), সেন, শুচিব্রত, *পূর্ব ভারতের আদিবাসী অস্তিত্বের সংকট,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৩

হোসেন, ড. সোহরাব, *জনজাগরণের উপন্যাস অরণ্যের ইতিহাস,* করুণা প্রকাশনী, তৃতীয় মুদ্রণ নভেম্বর ২০১৪

বাংলা অভিধান:

গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন, *রাজনীতির অভিধান,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৭, তৃতীয় মুদ্রণ জুলাই ২০১৩

দত্ত, দেবাশিস (সম্পা.), *অভিনব বাঙ্গালা অভিধান,* দ্য ইউনিক বুক সেন্টার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৯

দাশ, ক্ষুদিরাম (সংকলক), *সাঁওতালি বাংলা সমশব্দ অভিধান,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ, *বঙ্গীয় শব্দকোষ,* প্রথম খণ্ড, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, সংস্করণ ১৯৬৭

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ, *বঙ্গীয় শব্দকোষ,* দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, সংস্করণ ১৯৬৭

মণ্ডল, স্বস্তি, *মণীন্দ্রলাল বসু,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭

মিত্র, সুবলচন্দ্র (সংকলিত), *সরল বাঙ্গালা অভিধান,* নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ জুলাই ১৯৮৪

পত্র-পত্রিকা পঞ্জি: বাংলা

কর্মকার, লক্ষ্মণ (সম্পা.), *বিষয়: নলিনী বেরা* (কথাসাহিত্যিক নলিনী বেরা বিশেষ সংখ্যা), সৃজন, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২০১৯

চট্টোপাধ্যায়, তনুশ্রী (সম্পা.), *সমকালীন পত্রিকা,* দামোদর গ্রুপ অফ প্রিন্টার্স, দুর্গাপুর, বর্ষ- ২, সংখ্যা- ৬, ২০০৫

গুহ, স্বাতী, বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুমিতা, বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ (সম্পা.), *আরসি নগর (সৈকত রক্ষিত বিশেষ সংখ্যা),* বর্ণনা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০২০

দাশ, শ্যামলকান্তি (সম্পা.), *কবিসম্মেলন পত্রিকা,* কলকাতা, দশমবর্ষ নবম সংখ্যা মে ২০১৪

দে, আমর (সম্পা.), *গল্প সরণি (মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা),* কলকাতা, ষোড়শ বর্ষ: বার্ষিক সংকলন ২০১১

দেবী, মহাশ্বেতা, *আমার কথা,* কোরক সাহিত্য পত্রিকা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ শারদীয়া ২০০৫

পুরকাইত, উত্তম (সম্পা.), *উজাগর (পার্টিশন, মানবধিকার, গণতন্ত্র ও সাহিত্য সংখ্যা),* উজাগর প্রকাশন, হাওড়া, ত্রয়োদশ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা ২০১৬

ফুয়াদ, আফিফ (সম্পা.), *দিবারাত্রির কাব্য (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা),* দ্বাবিংশ বর্ষ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, ২০১৪

ফুয়াদ, আফিফ (সম্পা.), *দিবারাত্রির কাব্য (সতীনাথ ভাদুড়ী সংখ্যা),* চতুর্দশ বর্ষ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, ২০০৬

বর্মণ, যোগেশচন্দ্র (সভাপতি), *লোকশ্রুতি/৮,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১০

বসু, অরূপ (সম্পা.), *বারনরেখা,* কলকাতা, ষষ্ঠ বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা, ২০১৭

ভট্টাচার্য, মালিনী (সম্পা.), *লোকশ্রুতি/২০,* বিংশ সংখ্যা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০২

ভৌমিক, তাপস (সম্পা.), *কোরক সাহিত্য পত্রিকা (বাংলার জমিদার),* বাগুইহাটি, কলকাতা, প্রাক-শারদ ২০১৮

ভৌমিক, তাপস (সম্পা.), *কোরক সাহিত্য পত্রিকা (ক্রোড়পত্র: সুবোধ ঘোষের সাহিত্য ও জীবন),* বাগুইহাটি, কলকাতা, প্রাক-শারদ ২০০৮

মল্লিক, দীপঙ্কর (সম্পা.), *তবু একলব্য (মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা),* দি গৌরী কালচারাল এন্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন, কলকাতা, জুলাই-সেপ্টেম্বর সংখ্যা ২০১৮

রায়চৌধুরী, সুব্রত (সম্পা.), *তথ্যসূত্র (মন্বন্তরের কথা কথায় মন্বন্তর),* রক্তকরবী, কলকাতা, ২০ বর্ষ ১ম সংখ্যা, ২০১৫

সরকার, নীলকমল (সম্পা.), *অক্ষররেখা,* অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, একাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১৮

সরকার, পুলককুমার (সম্পা.), *শুভশ্রী (ভালোবাসা বাংলা কথাসাহিত্যে),* মুর্শিদাবাদ, ৪৭ বর্ষ, ২০০৮

সরকার, পুলককুমার (সম্পা.), *শুভশ্রী (ভালোবাসা: বাংলা কথাসাহিত্যে পর্ব ২),* মুর্শিদাবাদ, ৪৮ বর্ষ, ২০০৯

সরকার, পুলককুমার (সম্পা.), *শুভশ্রী (অভিনব সৃষ্টি: বাংলা কথাসাহিত্যে ২),* মুর্শিদাবাদ, ৪৯ বর্ষ, ২০১০

সরকার, প্রণব, *স্বদেশচর্চা লোক (নানারূপে নারী: সেকাল-একাল ১),* সোনারপুর, কলকাতা, মাঘ ২০১৭

সরকার, প্রণব, *স্বদেশচর্চা লোক, অঞ্চলের নানা কথা,* সোনারপুর, কলকাতা, আশ্বিন ২০১৭

সরকার, প্রণব, *স্বদেশচর্চা লোক (প্রান্তবাসী সমাজ-সংগ্রাম-সংস্কৃতি)*, সোনারপুর, কলকাতা, আশ্বিন ২০১৮

সামন্ত, সুবল (সম্পা.), *এবং মুশায়েরা (গুণময় মান্না সংখ্যা)*, কলকাতা, শারদীয় ২০১০

সামন্ত, সুবল (সম্পা.), *এবং মুশায়েরা*, কলকাতা, বৈশাখ-আষাঢ় ২০১৪

হালদার, নারায়ণ (সম্পা.), *ভাষা ও সংস্কৃতি*, ভাষা ও সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, নদীয়া, আষাঢ়, ২০১৬

সাঁওতালি গ্রন্থ:

ভৌমিক, সুহৃদকুমার (সম্পা.), টুডু রেস্কা, মাঝি রামদাস, *খেরওয়াল বংশা ধরম পুথি*, মনফকিরা, কলকাতা, ২০০৮

মুর্মু, রামেশ্বর, *খেরওয়াল কওয়াঃ বিন্তি-ভৌগতি*, আদিম পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৯

মুর্মু, সহদেব, *শিকার দিসম রেয়াঃ সহরায় এনেচ সেরেঞ*, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০১৫

মুর্মু, সাধু রামচাঁদ, *লিটৌ গোডেৎ*, কালিপদ হেমব্রম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পঞ্চম প্রকাশ ২০১৭

স্ক্রেফসরুড, রেভারেনড এল ও, *হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা*, পশ্চিমবঙ্গ সান্তালি আকাদেমি, কলকাতা, আকাদেমি প্রকাশ জানুয়ারি ২০১০

সহায়ক গ্রন্থ: ইংরেজি

Bagchi, T. and Bhattacharya, R. K. (Eds.), Bondopadhyaya, S, Sing, K. S. *People of India: West Bengal, Anthropological Survey of India*, Seagull Books, Calcutta, Second Edition: April, 2008.

Bodding, P.O, *Material for A Santali Grammar II*, Dhirendra nath Baskey, Kolkata, First Published-1929, Reprinted- 2011

Bodding, P.O, *Santal Folk Tales, Vol- i*, Gyan Publishing House, New Delhi, 2007

Bodding, P.O, *Santal Folk Tales, Vol- ii*, Gyan Publishing House, New Delhi, 2007

Bodding, P.O, *Santal Folk Tales, Vol- iii*, Gyan Publishing House, New Delhi, 2007

Bompas, Cecil Henry, *Folklore of the Santal Parganas*, Gyan Publishing House, New Delhi, 2015

Census of India (2011), *Primary Census Handbook*, Govt. of India, New Delhi, First Edition: April 2013

Choudhuri, Nirad C, *The Continent of Circe*, Jaico Publishing House, Bombay, First Publication 1960

Cuddon, J. A, *Literary terms and literary theory*, Penguin book, 2013

Gupta, Ratna(Editor*), Profile of tribal Women in West Bengal,* Bulletin of the Culture Research Institute, Schedule Castes & Tribes Welfare Department, Government of West Bengal, Calcutta, First Published- 1990

Hembrom, Timotheas, *The Santal and the Biblical Creation Tradition*, Adivaani, Kolkata, 2013

Kisku, D.B, *The Santals and Their Ancestors*, Hihiri Pipiri, Dumka, 2000

Lubbock, Percy, *The Craft of Fiction*, B.L Publication, New Delhi, 1979

Vidyarathi, L.P, *Aspects of Tribal Leadership in Chhotanagpur*, Leadership in India, Asia Publishing House, Bombay, 1967

Matthews, Brander, *The Philosophy of the short-story*, Longmans, Green, and Co, First edition, January, 1901

Mukherjee, Charulal, *The Santal*, Gyan Publishing House, New Delhi, 1962

Munda, Ram Dayal, *Adi-Dharam (Religious beliefs of the Adivasis of India),* Adivaani, Kolkata, First Publication 2014

Oraon, Prakash Chandra, *Land and People of Jharkhand*, Jharkhand Tribal Welfare Research Institute, Welfare Department, Government of Jharkhand, Ranchi, 2003

O' Malley, L.S.S, *Bengal Districts Gazetteers*, Midnapore, Logos Press, New Delhi, 2015

O' Malley, L.S.S, *Bengal Districts Gazetteers*, Birbhum, Logos Press, New Delhi, 2015

Munda, Ram Dayal, Bosu Mullick, S, *The Jharkhand Movement*, IWGIA Document no-108, Copenhagen, 2003

R.N. Mishra, *Regionalism and State Politics in India*, Ashish Publishing House, New Delhi, 1984

Sen, Sunil Kumar, *Tribal Struggle for freedom Singhbhum 1820-1858*, Concept Publishing Company, New Delhi, First Published- 2008

Saraswati, Baidyanath (Editor), *Tribal Thought and Culture*, Concept Publishing Company PVT.LTD, New Delhi, First Published- 2017

Troisi, J, *Tribal Religion*, Manohoar, New Delhi, 1979

The Gazette of India, *Extraordinary, Part-ii Section-3*, Publish by Authority, No (4) - New Delhi, Wednesday, September 6, 1950

The Gazette of India, *Extraordinary, Part-ii Section-3*, Publish by Authority, No (316-A) - New Delhi, Monday, October 1956

Vidyarthi, L.P(Editor), *The profile of the Marginal and Pre-farming Tribes of Central-Eastern India*, Schedule Castes & Tribes Welfare Department, Government of West Bengal, Calcutta, First Published 1981

তত্ত্বাবধায়ক   গবেষক